সতী-চিত্র গ্রন্থাবলীর—সপ্তম গ্রন্থ

সামাজিক উপন্যাস

"সতী-সুহৃদ," "শুভ-দিন" ও "[illegible]" প্রভৃতি গ্রন্থ

রচয়িত্রী—

শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা সোম-প্রণীত

প্রথম সংস্করণ।

ফাল্গুন, ১৩২৫।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া

আমি এই

বঙ্গ-লক্ষ্মী

লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি,

সেই চিরারাধ্য মহাপুরুষের

চরণ-কমলে

এই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

অর্পণ করিলাম।

বঙ্গ-লক্ষ্মী ।

"দেবী ! বঙ্গ-লক্ষ্মী, বঙ্গ গরিমা
পুণ্যবতীরে !
সাবিত্রী—সীতানুধ্যায়িনী,
বিশ্বপূজ্যা সতীরে !
পতিপ্রিয়া, পতি ভকতা, সখী
পতিসহ পরিহাসে ।
দুঃখে দীনা, দাসী, প্রেমিকা,
নিরবা নিঠুর ভাষে ।
পীড়নে প্রিয়বাদিনী, সহিষ্ণু সদা
এ ধরা রে !"

দ্বিজেন্দ্র লাল রায় ।

বঙ্গ-লক্ষ্মী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"সুবোধ আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। সিটী কলেজ হ'তে বি, এ, পাশ করে এম, এ, পরীক্ষার জন্য তিনি প্রেসীডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে আমাদের দু'জনের মধ্যে ভালবাসা বড় বেশী রকমের ছিল। তার হৃদয়ের পরিচয় আমি পেয়েছিলুম, আমার হৃদয়ের পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন, এরূপ সদাশয়তা পূর্ণ মধুর প্রকৃতির লোক সচরাচর দেখা যায় না; আমার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হ'য়েছিল।"

অতঃপর অদৃষ্ট স্রোত আমাদের দু'জনকে দুদিকে নিয়ে গেল। অনেক দিবস পরে আমাদের উভয়ের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হলো; সুবোধভায়া বাড়ী থাকতেন্। তিনি বিশ্ব বিদ্যালয় হ'তে এম, এ উপাধির ফাঁস প'রে আজ কয়েক বৎসর হ'তে গৃহে বসে চাকুরীর চেষ্টা

কচ্ছেন। কিন্তু এযাবৎকাল চাকুরী জুটাতে পারেন নাই। তখন আমি বহরমপুরে থেকে সামান্য চাকুরী করতুম্।”

বহুদিবস পরে দেখা হ’লেও আমাদের সেই পূর্ব্ব বন্ধুত্ব বন্ধন শিথিল হয় নাই। আমাদের অতীত জীবনের পুরাতন কাহিনীর মধুর আলোচনায় আমরা কর্ম্মশ্রান্ত দিবসের অবসানে কত কর্ম্মহীন সন্ধ্যার আনন্দ অবসর ক্ষেপণ ক’রেছি। জননীর স্নেহময় কোলে শয়ন ক’রে স্তন্যপানরত শিশুর যে আনন্দ ও তৃপ্তি; আমাদের সেই মধুর স্মৃতি চর্চ্চার আনন্দ ও তৃপ্তি তাহা অপেক্ষা কম ছিল না। কিন্তু সেই সুখ ও আনন্দের মধ্যে বন্ধু সুবোধকে মাঝে মাঝে অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখতুম্। কোথা হ’তে যেন কোনো গুপ্তচিন্তা এসে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার হৃদয়কে ব্যাঘাত ক’রে তুল্‌তো। সে চিন্তা কি, তা, আমি কোনো দিন ত’াকে জিজ্ঞাসা করি নাই; পাছে তার হৃদয়ে আঘাত লাগে, এই ভয়েই জিজ্ঞাসা ক’রতে আদৌ সাহস করি নাই।

আমার এরূপ একটা নেশা জমে গিয়েছিল, যে ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ুক সন্ধ্যার সময় বন্ধুর সঙ্গে একটু আলাপ না করলে সারা-

দিনের পরিশ্রমটা যেন বুকের উপর জমাট বেঁধে থাকতো, বন্ধুর সঙ্গে দেখা ও গল্প ব্যতীত সে শ্রান্তি বাষ্পজলে অপসারিত হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

কোনো কারণ বশতঃ এক দিবস রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় বন্ধুর বাড়ী উপস্থিত হ'য়ে বন্ধুর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে দেখি, তিনি বাতায়ন সন্নিকট শয্যার উপর ব'সে দু'হাতে মুখ চেঁপে ফুপিয়া ফুপিয়া কাঁদ্ছেন! সহসা তার এরূপ কি দুঃখ বা বিপদ হলো বুঝ্তে না পেরে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম; বাহিরের দুর্য্যোগ অপেক্ষা ভিতরের দুর্য্যোগ আমার নিকট অধিক অপ্রীতিকর বোধ হ'তে লাগলো। আমি কতক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় থেকে অবশেষে সহানুভূতি পূর্ণ, উদ্বেগ বিচলিত কণ্ঠে বল্লুম্—"সুবোধ! তোমার মনে কি গভীর দুঃখ ভাই? মনুষ্য জীবন দুঃখময় কিন্তু সে দুঃখ সহ্য করাই মনুষ্যত্ব। আমি তোমার বন্ধু। তোমার দুঃখ কি, আমার নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়?" নিরঞ্জন-বাবু এরূপ নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্য প্রদান করিয়া বন্ধুর মনোকষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করিলেন।

সুবোধবাবু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি মহা অপরাধী, সে কথা তোমাকে কি বলবো?

আমার এ শোচনীয় কাহিনী শত্রুর নিকট ও প্রকাশের অযোগ্য নহে। জান তো, বাবার একান্ত ইচ্ছে ছিল আমাকে বিবাহ করাইয়ে পুত্রবধূর মুখ দেখেন, কিন্তু বিমাতার ভয়ে তা, করতে পারেন নাই। বিমাতার ইচ্ছে আমাকে এ সংসার হ'তে দূর করে দিক্ কিন্তু পিতার কথায় হৌক কিম্বা অন্য যে কারণেই হৌক, কার্য্যে তা, পরিণত করতে পারেন নি। সর্ব্বদাই আমাকে বিষনয়নে দেখতে লাগলেন। তুমি জান! আমি চিরকালই জননীর ন্যায় তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন ক'রেছি, দাসের ন্যায় তাঁর আদেশ প্রতিপালন ক'রেছি এবং সহোদরের ন্যায় তাঁর পুত্রকে লালন পালন ক'রেছি, তথাপি কি জন্য, যে তিনি আমাকে বিদ্বেষ ভাবে দেখেন, বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

বিমাতা অদ্য আহারের সময় আমাকে এক বাটী দুগ্ধ পান করবার নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করতে লাগ্‌লেন। আমি তাঁর এরূপ ভাব দেখে বিস্ময়াপন্ন হলুম। ভাবলুম্ ইহার ব্যাপার কি? ইতি মধ্যেই তিনি বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যে অন্যত্র চলে গেলেন। তখন আমি অন্যমনস্ক হ'য়ে নানারূপ চিন্তা কচ্ছি, ঠিক সে সময়ে আমার বিমাতৃজ সুকুমার আমার কোলে এসে বস্‌লো

তখন আমি সে দুগ্ধ, তাকে পান করাইয়ে দিলুম্। আমাকে কোনো দিন এরূপ সস্নেহে দুগ্ধ দেন নাই, সেই অভিমানে আমি তাহা পান করি নাই। সুকুমার দুগ্ধ পান করবার কিছুক্ষণ পরেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়লো এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই তার প্রাণবায়ু বহির্গত হ'য়ে গেল। তখন আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হ'য়ে, মাকে ডাকবার উপক্রম কচ্ছি, এমন সময়ে তিনি এসে পড়লেন্ এবং সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখে "সুবোধ আমার পুত্রকে মেরে ফেলেছে বলে চীৎকার করে ভূমিতে গড়াগড়ি কর্‌তে লাগলেন। তখন আমি বুঝ্‌তে পারলুম্ বিমাতা এই গরল পান করাইয়ে আমাকে বিনষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন। বন্ধু! বিমাতা আমার প্রতি যে দোষারোপ কচ্ছেন তা'তে লোকে হয়ত আমাকে সন্দেহ করতে পারে, সে ভয়ে আমি ঐ সব বৃত্তান্ত পিতাকে ও জনসাধারণকে বলেছি, তবুও আমার প্রাণে প্রবোধ মান্‌ছে না। ভাব্‌ছি ভগবানের কি আশ্চর্য্য লীলা, লোকের ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হয়, এ সব বিষয় বসে বসে ভাব্‌ছি।"

বন্ধু! তুমি অদ্য এসে বড়ই ভাল কাজ করেছ, অদ্য রাত্রি এখানে থাকো, তোমার সঙ্গে আলাপে অনেক শান্তি পাবো! এরূপ সুখ লেশ শূন্য সংসারে আর

ক্ষণকাল থাকা উচিত নয়; নয়নদ্বয় যে দিকে পথ দেখ্‌বে সেই দিকেই গমন করবো। বন্ধু! তোমার সহায় স্থান সুখ আমার ফুরালো, এসো একবার গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে জন্মের মত বিদায় নি। তোমার নিকট আমার একটী বিশেষ অনুরোধ, পিতা মহাশয় আমার জন্য অত্যন্ত কাতর হবেন তার আর কোনো সন্দেহ নাই, মাঝে মাঝে তাঁকে সান্ত্বনা করো।"

এইরূপে বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। রাত্রি শেষ প্রায়, এমন সময়ে বন্ধুকে বলিলেন "বন্ধু! আমি চল্লুম, জীবনে বাঁচলে দেখা হবে, সর্ব্বদা স্মরণ করো।"

সরিৎস্রোতঃ বেগে প্রবাহমান হইলে তদারূঢ় কাষ্ঠ খণ্ড কি স্থির থাকিতে পারে? নিরঞ্জন বাবুও বন্ধুর সহ্য করতে না পারিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। নিরঞ্জন বাবু, বন্ধুকে নানারূপ প্রবোধ বাক্যদ্বারা গৃহে প্রত্যাগমন জন্য অনুরোধ করিলেন কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ এরূপ কঠিন হইয়াছিল যে, কিছুতেই অনুরোধ না রাখিয়া নিজ মনে চলিতে লাগিলেন। পরিশেষে বন্ধু, তাহার চিরদুঃখের সহচর হইয়া তাহার পশ্চাৎ অনুগমনে কৃতসংকল্প করিলেন।

ভালই! এরূপ প্রিয় সুহৃদের সংসর্গ কে পরিহার করিতে বাসনা করে? একেই বলে বন্ধুত্ব! বিপদেই বন্ধুর পরীক্ষা হয়।

কাহারো সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে। কালের করাল-করস্পর্শে নিরঞ্জন বাবু, বন্ধুর গৃহত্যাগে ক্ষীণপ্রভ ও হীন-বল হইয়া পড়িলেন। গোবিন্দ বাবু, পুত্রের গৃহত্যাগে বড়ই অশান্তিতে দিনকর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

পুত্রের গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ বাবুর ভাগ্য-রবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার অদৃষ্টাকাশ ঘোর কৃষ্ণ-মেঘে আবৃত হইল।

বিমাতার কু-চক্রান্তে সুবোধ বাবুর শান্তি-সুকোমল-ক্রোড়, সুখ-সম্পদ একেবারে জন্মের মত লোপ পাইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বেলা তখন বড় অধিক ছিল না,—বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্ন সময় ম্লান-বিষণ্ন হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু অতি বৃষ্টি না হওয়ায় লোকের সমাগমনের কোনো বাধা ছিল না।

সে সময় গোবিন্দবাবু, একাকী বহির্ব্বাটীতে বসিয়া পুত্র সুবোধ বিষয় ও পত্নীর এরূপ দুর্ব্যবহারের বিষয় জন্য ভাবিতেছিলেন। গৃহিণী তখন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি কেহ অজাগর সাপ দেখেন, তাহা দেখে সকলে যেরূপ চমকিয়া উঠে, গোবিন্দ বাবুও তেমনি চমকিয়া উঠিলেন। গৃহিণী এদিক ওদিক ভাল করিয়া দেখিয়া আবেগ কম্পিত কণ্ঠে ক্ষীণ-স্বরে বলিলেন, “একবার জন্মের মত আপনার চরণ দর্শন কর্‌বো। আপনি সুবোধের কোন দোষ ভাব্‌বেন না; তার কোন দোষ নাই, আমি সপত্নী পুত্র ব'লে তার যথেষ্ট অনিষ্ট চেষ্টা ক'রেছি। আমিই তাকে বিষ মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দি। সে আমাকে যথার্থ জননীর ন্যায় ভক্তি কর্‌ত। যা হোক আর আমি এ পাপ ভার বহন করতে পারিনে। আর আমার এ উদাহ সহ্য হয় না।

ইহকালে যা হবার হলো, আশীর্ব্বাদ করবেন যেন পরকালে এ যন্ত্রণা কিছু নিবৃত্তি হয়।"

এই বলিয়া তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সেই মূর্চ্ছা অবস্থায়ই দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

গোবিন্দবাবু, এইরূপ দুর্ব্বিসহ যাতনার উপর যাতনা পাইয়া নানারূপ শোকে, দুঃখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া সুখ লাভ ত এই হইল—বিমাতা ও সপত্নী পুত্রের বিচ্ছেদে অশান্তি। প্রাণ-সম উপযুক্ত পুত্রের গৃহত্যাগ। স্ত্রী ও পুত্র দুইজন প্রাণীর অপমৃত্যু প্রভৃতি কারণে তাঁহার সংসার সুখ একেবারের জন্য উদযাপিত হলো।

তিনি এ সব দেখিয়া শুনিয়া গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ পূর্ব্বক পুণ্যধাম বারাণসীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই বারাণসী আশ্রমে তাঁহার ন্যায় একজন সাথী জুটালেন। তিনিও বৃদ্ধাবস্থায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া নানাবিধ কষ্ট পাইয়াছেন। এই ভদ্র লোকটীর নাম "নবকুমার দত্ত"। তখন দু'জনে বহু বিবাহের দোষ গুণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

নানারূপ কথা প্রসঙ্গে গোবিন্দবাবু, নবকুমার বাবুকে বলিলেন "মহাশয়! আমার দ্বিতীয়বার বিবাহের ইতিহাস শুনবেন্?"

নবকুমারবাবু সহাস্তবদনে বলিলেন "বেশ ত, বলুন—কোনো প্রকারে দিন গুজরান চাই তো!"

তাঁহারা দু'জনে এরূপ নানাবিধ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে আর একটী ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ বাবু তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কে? মাতুল যে! ভাল ত? এস এস। কেমন আছ, আমার অবস্থা ত শুনেছ? সে সব ইতিবৃত্তেরই আলাপ হচ্ছে।"

মাতুল মহাশয় ভাগিনেয়ের কথা শুনিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। নবকুমার বাবু, তাঁহার মুখে কিছু শুনিয়া বিস্তারিত ঘটনা জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন।

গোবিন্দ বাবু তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—"শুনুন নবকুমার বাবু। আমার অদৃষ্টের কথা। আমার প্রথম সহধর্ম্মিণী একমাত্র পুত্র রেখে স্বর্গধামে চলে যান, তখন আমার বয়স পঞ্চাশ বৎসর। পুত্রটীর বয়স চব্বিশ বৎসর ঐ অবস্থায় আমার বিবাহ না করে আরও দু'চার বৎসর পরে পুত্রকে বিবাহ দিয়ে সংসার রক্ষা করবো এই

আমার ইচ্ছা ছিল, কারণ প্রথম পক্ষের পুত্র থাক্‌লে দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রের সহিত প্রায়ই অনৈক্য হয়ে থাকে, এবং বিমাতা দেখতে পারে না; ঐ ভেবে পুনরায় বিবাহ না করাই যুক্তি ঠিক কর্‌লুম্। এরূপে দু'বৎসর কাটিয়ে দিলুম্। একদিন আমাদের পুরোহিত ও পাড়া প্রতিবাসী, আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই বিবাহ কর, বিবাহ কর, বলে অস্থির ক'রে তুল্‌লেন; তবু ও তাঁদের কোন কথায় কাণ দিই নাই। এরূপে আরও কিছু দিন কেটে গেল। তারপর একদিবস সকলে মিলে বিবাহ করবো না কেন? তার কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। ইহার মধ্যে আমাদের কুলোপুরোহিত রাম গোপাল চক্রবর্ত্তী, বিবাহের নানাবিধ যুক্তি-যুক্ত প্রমাণ দেখাতে আরম্ভ কর্‌লেন, সে সব কাহিনী অতি চমৎকার।"

নবকুমার বাবু একটু আগ্রহাতিসহকারে বলিলেন "পুরোহিত মহাশয় কি যুক্ত দেখালেন গোবিন্দবাবু?"

এসময় গোবিন্দবাবু হাতের হুঁকো পার্শ্বের দেওয়ালে ঠেকান দিয়া রাখিয়া বলিলেন—'পুরোহিত মহাশয় বলিলেন—'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'। গৃহস্থ বল্‌তে যার পত্নী আছে তাকে বুঝায়। আর বি-পত্নীক থাক্‌লে অনেক প্রত্যবায় আছে। অতএব বিবাহ করুন।"

পুরোহিত মহাশয়ের কথার প্রত্যুত্তরে আমি বল্লুম্—‘আবার বিবাহ কেন? বিবাহ হয়েছে, পুত্র হয়েছে আবার বিবাহ কিসের জন্য?”

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন—‘বিবাহ না হ’লে আপনাঁর সোণার সংসার ছারেখারে যাবে।’

‘কেন? পুত্র রয়েছে, তাকে দিলেই হবে?’

“সুবোধের এখনও বিবাহের সময় হয়নি, এসময় বিবাহ দেওয়া ঠিক নয়।”

“নাই বা দিলুম্ সুবোধের বিবাহ। নয় আরও তু’বৎসর পর দিব তা’তে দোষ কি?”

“তা’তে কোনো দোষ নেই বটে, কিন্তু আপনি কোনো দিকে ফিরে চান্ না; উদাসীন হয়ে থাকেন, বৈঠকখানা ঘরে পড়ে থাকেন। যেন এ বাড়ীর লোক নন্।’

“আমি আপনার এযুক্তি ভাল মনে করি না,—কিন্তু মনে হয়, যার মাত্রও বিবাহ হয় নাই; যার পুত্রাদি জন্মে নাই, তার জন্যই ঐ বিধি। মনে হয় মানুষের দেহ বিনষ্ট হ’লে— মানুষের মনের ধ্বংস হয় না। যদি মন থাকে, তবে ভালবাসাও থাকে; সে ভালবাসা যাবার নয়। এ অবস্থায় পূর্ব্ব পত্নীর ভালবাসা পদদলিত ক’রে নূতনে মজা কি ভাল কথা!’

'ভালবাসার ব্যথা নিয়ে কবিতা লিখা যায়। বক্তৃতা চলে, গান বাঁধা চলে—সংসার চলে না। এই যে ঘর দরজা জিনিস পত্র প'ড়ে রয়েছে উহাদের কে রক্ষণাবেক্ষণ করে? কে স্থবোধকে এক মুটো ভাত দেয়?'

'পুরোহিত মহাশয়! বিমাতা দ্বারা কোথায় শিশু পালন হয়েছে? আমি মনে করি, পিতার পক্ষের পত্নীর পদতলে সমস্ত হৃদয়বৃত্তি গুলিকে উপহার দিয়ে এক অদ্ভুত জীব সেজে বসে, তিনি যা বল্‌চেন তা কর্‌তে হবে, নচেৎ তার মন পাওয়া যাবে না। তখন তার মন রাখ্‌তে হলে, অন্যান্য সব পর হ'য়ে যায়। তা'দের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকে না।'

গোবিন্দ বাবুর কথা শেষ হইলে তাহার মাতুল, নবকুমার বাবুকে বলিলেন—'আপনার ও ত এরূপ ঘটনা, না?'

গোবিন্দবাবু মাতুল মহাশয়ের এ কথা শুনিয়া নবকুমার বাবুকে বলিলেন 'আপনার ইতিহাস কিরূপ বলুন দেখি?'

নবকুমার বাবুর বয়স একটু বেশী হইয়াছে। তাই তিনি মাথা নাচাইয়া ধীরে ধীরে আধ আধ স্বরে বলিলেন "প্রায় ঐরূপই বটে; আপনার ঘাড়ে চাপান পুরোহিত, আর আমার ঘাড়ে চাপান মা, ও আত্মীয় স্বজন।"

গোবিন্দবাবু একটু হাসিলেন এবং তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন 'বলুন দেখি আপনার বিবাহ কাহিনী।'

নবকুমার বাবুর একে বৃদ্ধ বয়স তার উপর কাসির ভাব যথেষ্ট ছিল, তিনি কাসিতে কাসিতে একেবারে কতক্ষণ অস্থির হইয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিলেন—'যখন আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গেল তখন দশ বারো বৎসরের একটী পুত্র সন্তান, ছয় বৎসরের ও তিন বৎসরের দুইটী কন্যা ছিল। তখন আমার বয়স চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে, এ অবস্থায় মা আমাকে বিবাহের জন্যে অস্থির করে তুল্লেন, কত যুক্তি দেখালেন। আমিও সে সব যুক্তির ভাল মন্দ দেখালুম্ কিন্তু কিছুতেই তাঁকে প্রবোধ দিতে পারলুম্ না।'

গোবিন্দবাবু, উৎসাহের সহিত অমনি বলিলেন 'আপনি কি যুক্তি দেখালেন?'

নবকুমার বাবু বলিলেন "একদিবস আমি ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে আছি এমন সময়ে মা এসে বল্লেন—"তুই নাকি বিবাহ করতে অমত করছিস্,—না বাবা! বিবাহে অমত করতে পারবে না।"

"বাড়ীর সকলেই বিবাহের কথা শুন্‌লো। পরেশ শুনে মাতৃ-শোকের রুদ্ধ-উচ্ছ্বাস বুকে চেপে ম্লানমুখে

ঘুড়িয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। আমি তখন পুত্রের এরূপ ভাব দেখে অধৈর্য্য হয়ে মাকে বল্লুম্—"যখন প্রথম বিবাহ দিয়েছিলে, তখনি ত অমত করি নাই মা। বিবাহ একবারই হয়,—আবার কেন?"

"ভগবান যখন সে বিবাহ ভেঙ্গে দিয়েছেন, তখন আবার দিব বৈ কি?"

"ভগবানের উপর আড়ি সাধ্‌তে নাকি? তা, তিনি যদি আবার ভেঙ্গে দেন, আবার বুঝি বিবাহ দিবে?"

"বালাই, আবার ভেঙ্গে দিবেন, এমন কি অপরাধ করেছি।"

"এবারেই বা কি অপরাধ করেছিলে?"

"তা যাক্ বাবা, অত কথায় কাজ নেই। আমার সংসার গেল, তোমার ম্লান-মুখ আমার বুকে সদাই দিবা-রাত্রি আগুণের শিখার ন্যায় দাউ দাউ জ্বলছে। তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন, তুমি উদাসীন হয়েছ! তুমি সংসারে মন দাও না, কোনো কাজে তোমার বাঁধন নাই, ইচ্ছা নাই। বিবাহ দিবোই। বউ আসুক, ঘর আলো হোক্।"

"না মা, বিবাহ করা ভাল কাজ নয়।"

"অত ব্যস্ত হয়োনা। আমার কথা রাখ,—বিবাহ

করতেই হবে। তুমি বিবাহ না করলে আমার রাজার সংসার ভেসে যাবে।"

"তেমন বুঝ্‌লে বিবাহে অসম্মত হতুম্ না। এখন পরেশকে দিলেই হবে।'

"ও আমার পোড়া কপাল। সে এখন কতদিন! সে যে মোটে দশ বৎসরের শিশু।"

"আমি মাতার কথা না রেখে পারলুম্ না। বিবাহে সম্মত হলুম্। মা আনন্দ-গদ গদ কণ্ঠে কালীর মানস করলেন।

বিবাহের দু'বৎসর পরেই মা, আমার সংসার ছেড়ে যান। তারপর দুবৎসর মধ্যে একটী পুত্র সন্তান জন্মে। নূতন স্ত্রী, আর প্রথম পক্ষের ছেলে মেয়েকে মাত্রও দেখ্‌তে পারলেন না। এক দুর্জ্জালের সহিত মিলন হ'লো। আমার সোণার সংসারে কলহ বিবাদ সদাই চলতে লাগলো ভগবান ইচ্ছায় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ও মৃত্যু হলো। তখন আমি পুত্রগণকে সংসার ধর্ম্ম ভাগ করে দিয়ে, কন্যাগণকে বিবাহ দিয়ে সংসার ছেড়ে এস্থানে এসেছি।"

এঁইরূপে দ্বিতীয় বারের বিবাহের দোষ গুণ বর্ণনা করিয়া তাহারা আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন।

এ সকল সামাজিক অত্যাচার, উৎপীড়নের কোনো প্রতিবিধান নাই, বিচার নাই। এরূপ সমাজচক্রে যখন যিনি পড়িবেন, তখন ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, কাঁদিয়া হউক বা হাসিয়া হউক, তাহাতে ঘুরিতে হইবে। তাঁর সংবাদ তখন আর কে লয়? তোমার বিবাহে তুমি আহ্লাদিত হও, আর না হও, তাহাতে তুমি মর আর বাঁচ কিম্বা সর্ব্বস্বান্ত হও,—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবগণ আপনাদের প্রাপ্যগণ্ডা ছাড়িবে না। তাহারা আমোদে মাতাইয়া, সুখ্যাতি গাইয়া, ভোজ ফলার, পান তামাক খাইয়া সরিয়া পড়িবে, তারপর ক্রিয়াকর্ত্তা যাবজ্জীবন অশান্তিভোগ করিতে এবং সুদগণিতে থাকুন।

এইরূপ ভাবে আমাদের বঙ্গ-সংসারের প্রায় প্রতি ঘরে ঘরেই অশান্তি জন্মিয়া থাকে। তাই কোন কবি লিখিয়াছেন:—

> "সংসার সুখের ধাম, আনন্দ-কানন,
> তাহাতে প্রসূনসম তনয়-রতন,
> থাকিতে যে জন পুনঃ ক'রে পরিণয়,
> তার দুর্দ্দশার কিবা দিব পরিচয়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান, সমস্ত পৃথিবী চেতন অচেতন স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলই বলিবদ্ধরূপে ঈশ্বরাধীন কার্য্যে নিযুক্ত, যাহার দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইবে. ঈশ্বর তাহাকে সেই কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

সুবোধ বাবু বিমাতার দুর্ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া শত ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক আসামের নিকট এক বিস্তীর্ণ পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

এই পাহাড়ের দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সোমেশ্বর নামে এক বৃহৎ গ্রাম আছে, এই গ্রামে সদানন্দ পাঠক বলিয়া এক পরম ধার্ম্মিক সুবিচারক, গুণগ্রাহী রাজা ছিলেন। একদিবস সুবোধ ও নিরঞ্জন দুই বন্ধু ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ রাজবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

রাজা তাহাদিগকে দেখিবামাত্র নাম, ধাম জাতি ব্যবসাদির পরিচয় লইলেন এবং তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া দুইজনকে সদস্য পদে নিযুক্ত করিলেন।

তাহারা রীতিমত সদস্য পদে ব্রতী হইয়া আন্তরিক অনুরাগ সহিত রাজার হিত চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজা, তাহাদিগের কাজ কর্ম্মে ও ব্যবহার দ্বারা বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার এই অকপট বাৎসল্য ভাব অনুভব করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব স্মৃতি সব ভুলিয়া গেলেন।

রাজার সন্তান সন্ততি কিছুই ছিল না, কেবল এক পরম রূপবতী যুবতী মহিষী ছিলেন। তিনি অপত্য নির্ব্বিশেষে নিজ মহিষীর নিকট অন্তঃপুর মধ্যে তাহাদিগকে লইয়া যাইতেন।

সুবোধ বাবুকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন বলিয়া তিনিও রাজার প্রতি পিতৃ ভাব দেখাইতেন এবং পরম সুখে তথায় কালযাপন করিতেন।

যুবতী রাজমহিষী, হঠাৎ তাহাদের সেই সুখের মূলোচ্ছেদ করিলেন। তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয় হইবার কিছু দিবস পরেই রাজমহিষী তাহাদের প্রতি বিরুদ্ধ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন।

সুবোধ বাবু, রাজমহিষীর কু-অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। কাজেই তিনি অন্তঃপুর যাওয়া আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু রাজমহিষী নানাকার্য্যের ছল করিয়া সর্ব্বদাই সুবোধকে ডাকিতেন।

সুবোধ বাবু, রাজমহিষীর এরূপ কু-অভিপ্রায় কথা শুনিয়াও শুনিতেন না। রাজমহিষী সর্ব্বদাই তাহাকে বশে আনিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

দুষ্টা, ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকগণ শঠতায় পরিপূর্ণ এবং তাহাদের কার্য্যকলাপ বিশ্বামিত্রের ন্যায়। মান সম্ভ্রম লোক লজ্জা ও ধর্ম্মাদি তাহাদের হৃদয় হইতে বহির্গত হইয়া মরুভূমি ন্যায় হয়। সেইরূপ রাজমহিষীও কুচক্রী ও পর পুরুষের তোষামোদ প্রিয়া হইয়া উঠিলেন।

রাজমহিষী এরূপ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, যে সুবোধকে যেরূপেই হউক প্রেমের ফাঁদে ফেলিবেন।

একদিবস রাণী সুবোধকে অন্তঃপুর মধ্যে ডাকিয়া আনাইলেন এবং তাহার হাত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া বলিলেন "সুবোধ! তোমার সঙ্গে আমার কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় র'য়েছে, সে জন্যই তোমায় আস্‌তে ব'লেছি।"

এই বলিয়া তিনি সুবোধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ সুবোধ! তোমার এই নব যৌবন ও সৌন্দর্য্য আমাকে পাগল ক'রে ফেলেছে, তা, কি তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না।"

মনের শান্তিই প্রকৃত সুখ। পাপীর হৃদয় সর্ব্বদা সশঙ্ক ও চিন্তা পূর্ণ, আর ধার্ম্মিকের হৃদয় সাগরের ন্যায় স্থির ও গম্ভীর। সুবোধ বাবু, এই ভাবিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। রাণীর কোনো কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

রাণী, সুবোধের কোনো প্রত্যুত্তর না পাইয়া তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "তুমি এ বিষয়ে কোনো ভয় ক'রো না। রাজা আমার প্রতি এরূপ বিশ্বস্ত ও এরূপ মুগ্ধ যে, কখনো তিনি আমাকে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ করবেন না।"

সুবোধ, তাঁহার এরূপ পাপাশক্তি ও নির্লজ্জতা দেখিয়া একেবারে বজ্রাহতের ন্যায় হইয়া রহিলেন। রাগে, ভয়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তখন তিনি মনে ভাবিলেন—"এরূপ দুষ্টা রমণী ত কখনো দেখি নাই। উহার স্বভাব নরপাল, পুষ্পলতা ভ্রমে এই বিষবল্লরীকে হৃদয়োদ্যানে স্থান দিয়েছেন।"

এরূপ ভাবিয়া কৃতাঞ্জলীর সহিত বিনীত ভাবে রাণীকে বলিলেন—"আপনি কিরূপ ব্যবহার কচ্চেন? রাজা প্রজাগণের পিতা স্বরূপ সুতরাং আপনি তাহাদিগের জননী স্বরূপা বিশেষতঃ মহারাজ আমাকে পুত্রের ন্যায়

দেখেন ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করেন; তাহাও আপনি জানেন। আমি কি সেই বাৎসল্যের এরূপ প্রতিদান করবো?"

"আপনি কি স্ত্রী ধর্ম্ম কখনো শুনেন নাই কিম্বা জানেন না। বৃদ্ধ হউক, কুরূপ হউক, জড় হউক, স্বামী স্ত্রী জাতীর পরমারাধ্য ও পরমগুরু। যে নারী, স্বামীকে অশ্রদ্ধা ক'রে, অন্য পুরুষে আসক্ত হয়, নরকেও কি তাহার স্থান হয়?"

"জগদীশ্বর আমাদিগকে পরীক্ষার জন্য সৃজন করেছেন, ইহা আমাদের সুখ ভোগের স্থান নয়। যিনি ধর্ম্ম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারেন, তিনি চরমে অনন্তকাল পরম সুখে কালযাপন করতে পারবেন কিন্তু যে ক্ষণমাত্র স্থায়ী ঐহিক সুখে বিমুগ্ধ হ'য়ে অনন্ত কালের জন্য সেই অবিনশ্বর সুখলাভে বঞ্চিত হয়; তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে?"

"পাপ কার্য্যের প্রথমে সুখ, জয় কিন্তু পরিশেষে দুঃখ, পরাজয়। আর ধর্ম্মের প্রথমে দুঃখ কিন্তু পরিণামে সুখ।"

"আপনি ধর্ম্ম সংস্থাপয়িত্রী রাণী; আপনি এরূপ অধর্ম্ম পথে বিচরণ ক'রলে সংসারের কি গতি হবে?"

"প্রজাগণ ধর্ম্ম বিষয়ে রাজার ও রাজ পরিবারেরই অনেক অনুকরণ ক'রে থাকে কিন্তু সেই অনুকরণ যদি এরূপ কলুষিত হয় তা'হলে অনুকারগণ যে, সেরূপ কলুষিত হবে তা আপনিই চিন্তা করে দেখুন।"

"বিশেষতঃ মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট ভালবেসে থাকেন, বিশ্বাস করেন কিন্তু সেই বিশ্বাস তরুর কি এই বিষময় ফল উৎপন্ন হবে?"

"পৃথিবী সর্ব্বং সহা হ'য়েও কি বিশ্বাসঘাতকের ভার সহ্য কর্‌তে পারেন?'

"অতএব দেবি! আপনার এ কু-প্রবৃত্তিকে আর মনোমধ্যে স্থান দিবেন না। এক্ষণে অবিচলিত ভক্তি সহকারে স্বামীর সেবা করুন। শাস্ত্রমতে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন এবং পুত্রভাবে প্রজাদিগকে প্রতিপালন করুন; সেই আপনার পরম ধর্ম্ম এবং সেই আপনার পবিত্র কার্য্য।"

সুবোধ বাবু এই কথা বলিয়া, তাঁহার প্রত্যুত্তর অপেক্ষা না করিয়াই অন্তঃপুর হইতে চলিয়া গেলেন।

নিমগ্না কি কখনো উর্দ্ধ পথে গমন করিতে পারে? সেইরূপ সুবোধ বাবুর এই তিরস্কার পূর্ণ উপদেশে রাণীর কিছুতেই চৈতন্যোদয় হইল না। তিনি এরূপ ভৎর্সনাতেও

মনের শান্তিই প্রকৃত সুখ। পাপীর হৃদয় সর্ব্বদা সশঙ্ক ও চিন্তা পূর্ণ, আর ধার্ম্মিকের হৃদয় সাগরের ন্যায় স্থির ও গম্ভীর। সুবোধ বাবু, এই ভাবিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। রাণীর কোনো কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

রাণী, সুবোধের কোনো প্রত্যুত্তর না পাইয়া তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "তুমি এ বিষয়ে কোনো ভয় ক'রো না। রাজা আমার প্রতি এরূপ বিশ্বস্ত ও এরূপ মুগ্ধ যে, কখনো তিনি আমাকে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ করবেন না।"

সুবোধ, তাঁহার এরূপ পাপাশক্তি ও নির্লজ্জতা দেখিয়া একেবারে বজ্রাহতের ন্যায় হইয়া রহিলেন। রাগে, ভয়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তখন তিনি মনে ভাবিলেন—"এরূপ দুষ্টা রমণী ত কখনো দেখি নাই। উহার স্বভাব নরপাল, পুষ্পলতা ভ্রমে এই বিষবল্লরীকে হৃদয়োদ্যানে স্থান দিয়েছেন।"

এরূপ ভাবিয়া কৃতাঞ্জলীর সহিত বিনীত ভাবে রাণীকে বলিলেন—"আপনি কিরূপ ব্যবহার কচ্ছেন? রাজা প্রজাগণের পিতা স্বরূপ সুতরাং আপনি তাহাদিগের জননী স্বরূপা বিশেষতঃ মহারাজ আমাকে পুত্রের ন্যায়

দেখেন ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করেন; তাহাও আপনি জানেন। আমি কি সেই বাৎসল্যের এরূপ প্রতিদান করবো?"

"আপনি কি স্ত্রী ধর্ম্ম কখনো শুনেন নাই কিম্বা জানেন না। বৃদ্ধ হউক, কুরূপ হউক, জড় হউক, স্বামী স্ত্রী জাতীর পরমারাধ্য ও পরমগুরু। যে নারী, স্বামীকে অশ্রদ্ধা ক'রে, অন্য পুরুষে আসক্ত হয়, নরকেও কি তাহার স্থান হয়?"

"জগদীশ্বর আমাদিগকে পরীক্ষার জন্য সৃজন করেছেন, ইহা আমাদের সুখ ভোগের স্থান নয়। যিনি ধর্ম্ম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারেন, তিনি চরমে অনন্তকাল পরম সুখে কালযাপন কর্‌তে পার্‌বেন কিন্তু যে ক্ষণমাত্র স্থায়ী ঐহিক সুখে বিমুগ্ধ হ'য়ে অনন্ত কালের জন্য সেই অবিনশ্বর সুখলাভে বঞ্চিত হয়; তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে?"

"পাপ কার্য্যের প্রথমে সুখ, জয় কিন্তু পরিশেষে দুঃখ, পরাজয়। আর ধর্ম্মের প্রথমে দুঃখ কিন্তু পরিণামে সুখ।"

"আপনি ধর্ম্ম সংস্থাপয়িত্রী রাণী; আপনি এরূপ অধর্ম্ম পথে বিচরণ ক'র্‌লে সংসারের কি গতি হবে?"

"প্রজাগণ ধর্ম্ম বিষয়ে রাজার ও রাজ পরিবারেরই অনেক অনুকরণ ক'রে থাকে কিন্তু সেই অনুকরণ যদি এরূপ কলুষিত হয় তা'হলে অনুকারগণ যে, সেরূপ কলুষিত হবে তা আপনিই চিন্তা করে দেখুন।"

"বিশেষতঃ মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট ভালবেসে থাকেন, বিশ্বাস করেন কিন্তু সেই বিশ্বাস তরুর কি এই বিষময় ফল উৎপন্ন হবে?"

"পৃথিবী সর্ব্বংসহা হ'য়েও কি বিশ্বাসঘাতকের ভার সহ্য কর্‌তে পারেন?'

"অতএব দেবি! আপনার এ কু-প্রবৃত্তিকে আর মনোমধ্যে স্থান দিবেন না। এক্ষণে অবিচলিত ভক্তি সহকারে স্বামীর সেবা করুন। শাস্ত্রমতে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন এবং পুত্রভাবে প্রজাদিগকে প্রতিপালন করুন; সেই আপনার পরম ধর্ম্ম এবং সেই আপনার পবিত্র কার্য্য।"

সুবোধ বাবু এই কথা বলিয়া, তাঁহার প্রত্যুত্তর অপেক্ষা না করিয়াই অন্তঃপুর হইতে চলিয়া গেলেন।

নিমগ্না কি কখনো ঊর্দ্ধ পথে গমন করিতে পারে? সেইরূপ সুবোধ বাবুর এই তিরস্কার পূর্ণ উপদেশে রাণীর কিছুতেই চৈতন্যোদয় হইল না। তিনি এরূপ ভর্ৎসনাতেও

আপনার অসদ্ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন না। সুযোগ পাইলেই প্রলোভন দ্বারা সুবোধ বাবুকে পাপপঙ্কে পতিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রাণী, পুনরায় সুবোধ বাবুকে বশীভূত করিবার জন্য নানারূপ ফাঁদ পাতিলেন এবং ভয় ও লোভ দেখাইয়া বলিলেন"—সুবোধ! আমি যা বল্লুম্ তা শুন্‌লে না, যদি তুমি আমার মনোরথ 'সম্পাদনে বিমুখ না হও, তা'হলে রাজাকে বিনষ্ট ক'রে তোমাকে রাজ্যেশ্বর কর্‌তে প্রস্তুত আছি।"

সুবোধ বাবু, তাহার এইরূপ নৃশংস ব্যবহার দেখিয়া ক্রোধের সহিত বলিলেন—"দুষ্টা রাক্ষসি! তোর আশ্চর্য্য কর্ম্ম কি আছে? তুমি এই অকিঞ্চিৎকর বিষয় বাসনা চরিতার্থ কর্‌বার নিমিত্ত পতি হত্যারও ভয় কর্‌ছিস্ না? তোর মুখাবলোকন কর্‌লে যে, প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়। তোমাকে দেখ্‌লে কাহার না ঘৃণা হয়?"

"তুমি আমাকে রূপলাবণ্য মুগ্ধ কর্‌বে?"

এরূপ তিরস্কার শুনিয়া রাজ মহিষী রাগান্বিত হইয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

সুবোধ বাবু, তাঁহার এরূপ ব্যবহার দেখিয়া মহা-ভাবনায় পড়িলেন। তিনি রাজার নিকট এ বিষয় কিরূপে

প্রকাশ করিবেন? প্রকাশ না করিয়াই বা কি করিবেন, এ সব বিষয় কেবলই ভাবিতে লাগিলেন। পরিশেষে মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া ঠিক করিলেন "মহারাজ ভার্য্যাবোধে কালসর্পীকে গৃহে পুষেছেন? মাহারাজকে ব'লে এই পাপিষ্ঠাকে দেশ হ'তে বে'র ক'রে দিব, তবে ছাড়বো।"

"তিনি আবার ভাবিলেন আমি এ কথা বল্‌লে মহারাজ বিশস্ত পত্নীর প্রতি বিরক্ত হ'বেন তার সম্পূর্ণ আশা করা যায় না। হয় ত আমি বল্‌লে হিতে বিপরীত হ'বার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ মহারাজ আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, কিরূপেই বা তাঁহাদের নিকট এ বিষয় প্রকাশ করি।"

"কিরূপেই বা যেনে শুনে এরূপ কালভুজঙ্গীর গ্রাস হ'তে মহারাজের পরিত্রাণের উপায় চেষ্টা না করি।"

স্নবোধ বাবু, এরূপ দুঃশ্চিন্তায় বড়ই অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে দুষ্টা রাজমহিষী তাঁহার বিরুদ্ধে কু-রটনা রটাইয়া দিলেন। রাজা, পত্নীর মুখে এ কথা শুনিয়া তাঁহাদের দু'বন্ধুকেই রাজকারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন।

স্থবিরের তরুণী পত্নী প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা সুতরাং

মহারাজও তাঁহার অমৃতাচ্ছাদিত গরলময় বাক্যে মুগ্ধ হইয়া কোনো তথ্যানুসন্ধান না করিয়াই তাহাদের প্রতি এরূপ কঠোর আদেশ করিলেন।

দুষ্টলোকে কোনোরূপেই স্বার্থত্যাগ করিতে চাহে না। এক দিবস রাণী এক অনুচরীর দ্বারা সংবাদ দিলেন, "সুবোধ! তুমি যাহার ভয়ে ও যাহার মুখাপেক্ষা ক'রে আমার কথা অবহেলা ক'রেছ, এখন তার উপযুক্ত ভোগ কর। মনে কর্‌লে তাহারই দ্বারা তোমার জীবন নাশ করিতে পারি, অতএব এখনও যদি দুর্ম্মতি পরিত্যাগ কর তাহা হইলেও ক্ষমা কর্‌তে প্রস্তুত আছি।"

সুবোধ বাবু, এই দূত বাক্যের কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর দিলেন না। বরং তিনি আরও বিপদাবস্থায় পড়িলেন। কি করিবেন দু'বন্ধু কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পরামর্শ করিলেন "এ দুশ্চারিণীর অসাধ্য কি আছে? সে যে শঠচক্রান্তে আমাদের প্রাণবিনাশ কর্‌তে না পার্‌বে তা'তে আর কি আশ্চর্য্য আছে?"

দ্বাররক্ষক এ বিষয় জানিতে পারিয়া, তাহাদিগকে বলিলেন—"চিঠিখানা আমার নিকট দিন্। আমি এ চিঠি রাজার নিকট হাজির কর্‌বো; তা হ'লেই আপনারা নির্দ্দোষী এবং মুক্তির সম্ভাবনা। নতুবা রাণীর এ কথা

অবহেলা করলে, আপনাদের প্রাণনাশ হ'বার একান্ত সম্ভাবনা।"

দুই বন্ধু, দ্বাররক্ষকের সেই অনাকাঙ্ক্ষিত অনুগ্রহবার্ত্তা শুনিয়া রাজার নিকট সে চিঠিখানা পাঠাইয়া দিলেন।

রাজা, রাণীর এরূপ কু-অভিপ্রায়সূচক বিষয় জানিতে পারিয়া দোষ অনুসন্ধানে রত রহিলেন।

পাপকথা কয়দিন চাপা থাকে? রাণীর সেই কুৎসিত আচরণ, রাজা সব জানিতে পারিলেন এবং তাহারা দু'বন্ধু, যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী তাহা প্রমাণিত হইল। তিনি তথাপি তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া অজ্ঞানবশতঃ বিনাপরাধে অনেক কষ্ট দিয়াছেন, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

তাঁহারা মুক্ত হইবা মাত্র হর্ষাশ্রুনয়নে রাজাকে বন্দনা করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই রাজপুরী ত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত কাশীপুর গ্রামে ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় নামে এক সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ জমিদার বাস করিতেন। তিনি বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ ও গুণগ্রাহক ছিলেন। নানাদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আসিতেন এবং ঐ সকল পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়া তিনি সর্ব্বদা সভা সমুজ্জ্বল করিতেন। কিরূপে আপনার ও দেশের বিদ্যাচর্চ্চার উন্নতি হইবে, কিরূপে প্রজাগণের ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি হইবে, কিরূপে মানবমাত্রেই স্বজাতীর প্রতি সদ্ভাব রাখিবে, কিরূপে কৃষি ও বাণিজ্যের সুবিধা হইবে, এরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকিতেন। তাঁহার দয়ালুতায়, তাঁহার বদান্যতায়, তাঁহার গুণ-গ্রাহিতায়, তাঁহার ধাম্মিকতায়, তাঁহার সমদর্শিতায় ও তাঁহার সুবিচারকতায় প্রজাগণ, পরম সুখে কালযাপন করিত।

ধনঞ্জয়-পত্নী সুমিত্রা দেবীও অত্যন্ত ধর্ম্মশীলা ও পতিব্রতা ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। সুমিত্রা দেবীর সন্তান হইবে না বলিয়াই সম্পূর্ণ

সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দৈবের অনুগ্রহবশতঃ প্রৌঢ়তার শেষ অবস্থায় সুমিত্রা দেবী এক কন্যারত্ন প্রসব করিলেন।

জমিদার-কন্যা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য এক সহচরী রাখিয়া দিলেন।

দীর্ঘ বৎসরগুলি যেন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়। জমিদার-কন্যা যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। এরূপ দেখে দেখে বারো বৎসর অতিক্রম হইতে চলিল। মুক্তা-মালা সূর্য্য কিরণে লম্বমান করিলে প্রতিফলিত প্রভা যেরূপ চারিদিক পরিব্যাপ্ত হয়, তাঁহার শরীরের লাবণ্যও সেইরূপ প্রতিভাত হইতে লাগিল।

জমিদার ধনঞ্জয় বাবু, কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন "সুখলতা"। সুখলতা সর্ব্বগুণসম্পন্না ছিলেন, কি লেখায়, কি শিল্পকার্য্যে, কি গৃহকার্য্যে সকল রকম গুণ তাঁহার ছিল। রূপেও তিনি স্বরস্বতীর অনুরূপা ছিলেন। কন্যাকে সৎপাত্রে দান করিয়া জমিদারী জামাতার হাতে সমর্পণ করিবেন এই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা।

সুখলতার সেবা-শুশ্রূষার জন্য যেরূপ বৃদ্ধা সহচরী ছিল, খেলার জন্য, আমোদ প্রমোদের জন্য এক বাল্য সহচরীও ছিল। সেই বাল্য সহচরীর নাম 'মানকুমারী'।

মানকুমারী ও সুখলতা দু'জনের এরূপ মেশামেশী ছিল,

কেহ কাহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তকাল থাকিতে পারিত না। কি শয়নে, কি উপবেশনে, কি ভ্রমণে সকল সময়েই উভয়ে একত্রে থাকিত। তাহাদের দু'জনার ভালবাসার তুলনা করা যায় না।

সুখলতার বিবাহের নিরূপিত সময় দেখিয়া, জমিদার ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, কন্যাকে হস্তান্তরিত করিবেন, কল্পনা করিয়া, নানাস্থানে পাত্র অনুসন্ধান জন্য লোক পাঠাইলেন।

জমিদার ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অগাধ জমিদারী, ধনসম্পত্তি দেখিয়া, পাত্রপক্ষ অনেক টাকার আপত্তি করিলেন। বিশেষতঃ কুলীন ব্রাহ্মণ, কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যাদায় হইতে মুক্ত হওয়া এক বিষম বিপদ কিন্তু ধনঞ্জয় বাবু টাকার জন্য কুন্ঠিত নহেন, তিনি যাহাতে সমাজের সুশৃঙ্খলা করিতে পারেন, তাহার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। সে কারণে পাত্রপক্ষের সহিত পণের টাকা সম্বন্ধে নানারূপ আলাপ করিলেন।

ধনঞ্জয় বাবুর উদ্দেশ্য-যাহাতে দেশের ও সমাজের সুবিধা হয়. তাহাই করা উচিত। আমার টাকা আছে বলিয়াই কি অগাধ টাকা ব্যয় করিয়া সমাজকে কুপ্রথায় পরিণত করিব। এ সব সদুপায় জন্য জমিদার বাবু অনেক

পাত্র পক্ষের সঙ্গে পণপ্রথা লইয়া নানারূপ আলাপ করিলেন।

এই বরপণরূপ নূতন সামাজিক রোগের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, মূল রোগের প্রাবল্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আমাদের পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এবং সমাজের উচ্চতম অঙ্গগুলি ক্রমে ক্রমে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, এই বিবাহ ব্যাপারে সেই রোগই সমাজকে আক্রমণ করিয়াছে।

এই ব্যাধি নিবারণ জন্য জমিদার ধনঞ্জয় বাবু এক পাত্র পক্ষকে বলিলেন—"দেখুন নীলকণ্ঠ বাবু, বর্ণাশ্রম সমাজ অধঃপতিত হ'লেও, পবিত্র স্ত্রীজাতি বিষয়ে ধর্ম্ম ও সমাজের মর্য্যাদা এখনও কতক রক্ষা কর্‌বার জন্য আমরা বিশেষ যত্নবান হব এবং আপনাদের সকলকেই সে বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া উচিত বিবেচনা ক'রে এ প্রসঙ্গ বল্‌তে বাধ্য হলুম্। আপনাদের ন্যায় অনেক অর্থলোললুপ বরকর্ত্তা শাস্ত্র পালন এবং কন্যার পবিত্রতা রক্ষণে কন্যার পিতার উৎকণ্ঠার সুবিধা পেয়ে অমনিই মৃ্স ক'রে বসেন, এইতো অর্থোপার্জ্জনের বেশ এক সুবিধা উপস্থিত। কন্যার পিতাকে কন্যার বিবাহ দিতেই হ'বে, সুতরাং এই উপলক্ষে যদি কন্যার পিতার কিছু অর্থ শোষণ কর্‌তে

পারি, তবে ছাড়্‌বো কেন? এইরূপে তাহারা কন্যার পিতাকে নানারূপ বিপদগ্রস্থ করেন।

আর একটী বিষয় ভেবে দেখুন, আপনি কন্যার কি গুণ আছে, না আছে তা কিছু বিশেষরূপে দেখ্‌লেন না, কেবল পণের টাকা নিয়েই ব্যস্ত। তাই বলি আজকাল সকল স্থানেই বিবাহের কথা উঠ্‌লেই কন্যার যোগ্যতার কথা তত জিজ্ঞাস্য হয় না, দেনা পাওয়ানার কথা যত বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও বিবেচনার বিষয়ীভূত হয়। মনে হয় যেন দেনা পাওনা নিয়েই বিবাদ, পাত্র-পাত্রীর মিলন আনুসঙ্গিক মাত্র। অতএব দেখা যাচ্ছে, পণ এবং অলঙ্কারের পরিমাণ বেশী পেলে কন্যার দোষ গুণ ঢেকে যায় এবং কন্যাতে বিশেষ গুরুতর দোষ থাক্‌লেও সেই কন্যা পছন্দ হ'য়ে থাকে। সমাজের সর্ব্বত্রই এই দোষে দোষী হ'য়ে উঠছে, সুতরাং এ বিষয়ের নিবারণ করা কি উচিত নয়?"

"তাই বলিতেছি,—সমাজের এই রোগ নিবৃত্তির উপায় কি? যাহারা ধর্ম্ম ও সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারেন এবং সমাজের ও পরিবারের চিরন্তন সংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'তে ইতস্ততঃ করেন না, তাঁহাদের পক্ষে সমাজের এই রোগ নিবারণের সহজ উপায় এই যে,

তাহারাও কন্যার বিবাহ কোনো নির্দ্ধারিত বয়সে দিবেন না। কারণ পাত্র পক্ষ ভাবেন, পাত্রের বিবাহ সময় সাপেক্ষ সহ্য হয়, অথচ কন্যাকে নির্দ্ধারিত বয়সেই পাত্রস্থা কর্‌তে হয়; এই জন্যই কন্যার পিতা, কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন। এক পক্ষে এরূপ ব্যস্ততা ও অপর পক্ষে বিবাহে উদাসীনতা প্রদর্শনের ক্ষমতাই পণের সৃষ্টি ক'রে থাকে• সুতরাং সামাজিক ব্যবহার পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত এই পণ প্রথার নিবারণ অসম্ভব।"

এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া জমিদার ধনঞ্জয় বাবু, নীলকণ্ঠ বাবুকে বলিলেন—"আমি এরূপ নির্লজ্জ বর পক্ষকে বলচি, এখন ও আপনারা এ কুসংস্কার ত্যাগ করুন।"

"কন্যার পিতা মাতা কত স্নেহে, কত যত্নে, কত আদরেই প্রাণপ্রতিমা কন্যারত্নকে দশ বৎসর কি তদূর্দ্ধকাল লালন পালন ক'রে থাকেন এবং নানারূপ গৃহকর্ম্মাদিতে সাধ্যানুরূপ শিক্ষিতা করিয়া থাকেন. তাঁহারা ভাবেন স্নেহ প্রতিমা সুকুমারী কন্যাকে স্বামী গৃহে প্রেরণ কর্‌তে হবে। সেই কন্যারই পিতা হ'তে তাহার মর্ম্মপীড়া উৎপাদন ক'রে অর্থ কেড়ে ল'য়ে যাওয়া, যে সাধারণ লৌকিক দৃষ্টান্তে ও নিতান্ত নিষ্ঠুরের ও নীচাশয়তার কার্য্য হয়, তা কেউ ভাবেন না।"

"এইরূপে অনেক অর্থলোলুপ বরকর্ত্তাগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমাজোৎপাদনকারী এই পণ প্রথা হুতাশনে কন্যার পিতাকে আহুতি দিয়া তাহাদের ঘৃণিত অর্থ পিপাসা নিবাণের চেষ্টা করেন। অর্থ প্রাপ্তিই বরপক্ষের চরম ফল। এজন্যই অনেকে ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত কর্‌তে পার্‌লে একেবারে উচ্চকণ্ঠে সগর্ব্বে পণের টাকা চেয়ে বসেন। সেই অর্থোপার্জ্জন যদি এ জন্যই হয়, তবে আর কথা কি? তাই আজকাল অনেক নির্লজ্জ বরকর্ত্তা বলেন—"ছেলেকে শিক্ষিত কর্‌তে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে, অনেক টাকা খরচ কর্‌তে হচ্ছে। এরূপ যাহারা বলেন, তাহারা অনেকেই ছেলের বিবাহের জন্য মোটামুটী একটা দর ঠিক ক'রে রেখে থাকেন। যেমন এফ এ পাশে দু হাজারে, বি, এ পাশে তিন হাজারে, এম, এ পাশে পাঁচ হাজারে, এম, এ এম, ডি পাশ হইলে তো কথাই নাই :—একেবারে সাত আট হাজারে পাত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রে থাকেন। কেহ বা কন্যার পিতাকে অপমান কর্‌বার জন্য নানারূপ অন্য উপায় উদ্ভাবন ক'য়ে থাকেন। তজ্জন্য কন্যার পিতার অশেষ কষ্ট হ'য়ে থাকে। আজকাল মাঝে মঝে অনেক স্থানে বরপক্ষগণ কন্যা পক্ষকে নানারূপ নির্য্যাতন

ক'রে থাকেন; এবং কন্যাপক্ষ অশেষ কষ্ট সহ্য কর্‌তে না পেরে বর পক্ষকে উত্তম, মধ্যম দিয়ে বিদায় দিয়ে থাকেন। আজকাল এরূপ ঘটনা দু একটী প্রায়ই দেখা যায়। যে স্থানে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে আটকাইয়া টাকা নিতে চেষ্টা করেন, তাহাদিগকে এরূপ শাস্তি দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত, তা হ'লে বোধ হয়, সমাজ অনেকটা শিক্ষালাভ কর্‌তে সমর্থ হবে।"

এজন্য সকল স্থানের শিক্ষিত ও জমিদার শ্রেণীর লোকগণ যদি একত্রিত হইয়া এই পণ প্রথার বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে সমাজের এই কুসংস্কার দূরীভূত হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নীরব নিশীথে নির্ম্মল নীলাকাশে চন্দ্রমার রজত কিরণ ধারায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সে দিন দোল পূর্ণিমা। মধুর বসন্তে দিগন্তে কম্পিত করিয়া পাপিয়া প্রাণ ভরিয়া গান গাইতেছিল। ফুলে সুগন্ধে দিক সকল আমোদিত হইতেছিল। এই দোল পূর্ণিমার দিবস জমিদার ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে যাত্রা গানের ভয়ানক ধুম্‌ধাম্ ছিল। কি দেশী, কি বিদেশী অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই লোক সমাগমের মধ্যে কোনো একটি অপরিচিত যুবাকে দেখিতে পাইয়া জমিদার কন্যা সুখলতা, তাহার নয়নে নয়নপাত করিলেন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনিমিষ নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। সেই যুবাই তাহার জীবনের সঙ্গী। এই ভাবিয়া তাহার নিকট আত্ম সমর্পণ করিলেন। যে কারণে কুমদিনী নিশানাথের প্রতি অনুরাগিণী হয়; যে কারণে জলধরের উদয় মাত্রই নৃত্য করিয়া উঠে, সুখলতা ও সেই কারণে সেই যুবকের প্রতি নিতান্ত অনুরাগী হইয়া একেবারে উন্মাদিনী প্রায় হইলেন।

সুখলতা, সেই যুবাকে কখনো দেখেন নাই, অপরিচিত যুবার প্রতি তাঁহার এরূপ ভাবের কারণ কি? এ কথা তাঁহার মনে কেবলই উদয় হইতে লাগিল।

সেই সময় তাঁহার শরীর পঙ্গুর ন্যায় গতি-শক্তি বর্জ্জিত, নিদাঘার্ত্তের ন্যায় অনবরত-বিগলিত স্বেদ জলে আপ্লুত হইয়া গেল। তাঁহার কণ্ঠস্বর মুকের ন্যায় একেবারে রুদ্ধ হইয়া পড়িল এবং চেতনা অদৃষ্ট-নিশাকর, কুমুদিনীর ন্যায় নিমীলিত হইয়া গেল।

যাত্রা ভঙ্গ হইলে সকলেই যাহার যাহার নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল। কেবল সুখলতা, সেই অপরিচিত যুবাকে দেখিতে না পাইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সুখলতার বাল্য সহচরী সুখলতাকে দেখিল—তিনি আলিখিতার ন্যায় কোনো অনির্দ্দিষ্ট জিনিষের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন, সহচরী মানকুমারী সুখলতার এরূপ ভাবের কারণ কি, মনে মনে অনেক চিন্তা করিল কিন্তু তাহার কোনো উপায় উদ্ভাবনা করিতে না পারিয়া সুখলতাকে জিজ্ঞাসা করিল - "সুখ! তোমার এরূপ বিমর্ষ ভাবের কারণ কি?"

সুখলতা একটু নম্রভাবে মৃদু মৃদু স্বরে বলিলেন— "আমার বিমর্ষ ভাবের কি দেখ লো মানকুমারী?"

গায়ে হাত দিয়া মানকুমারী বলিল,—আমার নিকট তোমার মনোভাব গোপন করা উচিত নয়।"

হৃদয়ের মর্ম্ম যাতনা চাপান দিয়া ক্ষীণ স্বরে সুখলতা বলিলেন "না, এমন কিছু নয় মানকুমারী ?"

মানকুমারী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"তোমাকে বল্‌তে হবে সুখ !"

"তুমি যতই গোপন কর্‌বে, ততই তা বৃদ্ধি পাবে, আমি দেখ্‌ছি তোমার মুখকমল ক্রমশই বিষাদ কালিমায় আবৃত হচ্ছে, বল সুখ ! তোমার এরূপ ভাব কেন হ'লো। তোমার এ ভাব দেখে আমি কিছুতেই থাক্‌তে পাচ্ছি না যে !"

সুখলতা, প্রাণপণে মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—"কিছু না ভাই ! আমার মাথা খারাপ হ'য়েছে, তাই শুধু শুধু এরূপ ভাবছি।"

মানকুমারী তাঁহার হাসিতে ভুলিল না, বলিল—"ন্যাও, ন্যাও, আর ছেলে ভুলোতে হবে না, আমিও মেয়ে মানুষ সেটা মনে রেখো, তোমার দুঃখ, আমার বুকে কতখানি বাজ্‌ছে তা কি তুমি বুজ্‌তে পাচ্ছ নি ?"

সুখলতা অন্যমনস্কা হইয়া রহিলেন, খানিক পরে মানকুমারী বলিল,—"কিন্তু আমি তোমাকে সহজে ছাড়বোনা ভাই, তোমার বল্‌তে হবে।"

একথা বলিতে না বলিতেই কোনো কাজের ভাণ করিয়া কতক্ষণের জন্য মানকুমারীর নিকট বিদায় লইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল; বসন্তের বাতাস পত্র পুষ্প যুক্ত গাছ শ্রেণীর মধ্যে আনন্দের রাগ রাগিণী বাজাইতে-ছিল। পশ্চিমাকাশে দিনের শেষ আলোকরশ্মি গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত। সুখলতা, তখন আঁধার ঘরে পাষাণ শয্যায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন। ঘরে আলো নাই। এমতাবস্থায় মানকুমারী তাঁহাব শয্যার পাশে বসিয়া নীরবে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। খানিক পড়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হ'য়েছে সুখ! আমায় বল্‌বে না ভাই!"

সুখলতা গোপনে কাপড়ের অঞ্চল দ্বারা চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। অন্যের কাছে মনের রুদ্ধ বেদনা প্রকাশ করিলে হয়ত দৃপ্তমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িবে এই ভাবিয়া সে গান গাহিল:—

কোথায় তোমার সঙ্গে আমার কবে প্রথম পরিচয়?
গেছি ভুলে, এখন খালি চিরদিনের মনে হয়।
মেঘের তড়িৎ বনের হরিৎ
সিন্ধু সরিৎ মাঝে কি?

উজ্জল নিশায় বিমল উষায়
দিবায় কিবা সাঁজে কি ?
শুদ্ধ তারা কয়না কথা, তবে সেথা নয়রে নয়।
সে কি ধ্যানে ? সে কি জ্ঞানে ?
সে কি গভীর সাধনায় ?
কহে তারা নিজের কথাই; তবে সেথা নয়রে নয়।
কবে কোথায় পরের ব্যাথায়
আকুল হ'য়ে কেঁদেছি ?
মন ভুলায়ে হাত বুলায়ে,
কোথা কাকে সেধেছি ?
হেথায় বুঝি আমার খোঁজে এসেছিল প্রেমময়।"

মানকুমারী সে দিন সুখলতার মনোভাব বিশেষ কিছু জানিতে পারিল না। সে সুখলতার এরূপ বিচ্ছেদ পূর্ণ গান শুনিয়া মনে মনে বলিল"—যাক এখন আর ভাবনা করা মিছে, অন্য সময় ইহার ব্যবস্থা করা যাবে।"

নারীর পতিই দেবতা, এবং পতিই গুরু অতএব প্রাণ দান করিয়া ও পতির ইষ্ট কার্য্য করা নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে যতপ্রকার ধর্ম্ম আছে, পতি সেবা ব্যতীত স্ত্রী জাতির পক্ষে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। যে স্ত্রী, স্বামী সেবা করিতে পারে না, তাহার জীবন বিফল।

তাই স্বাধ্বী-সতী, পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী হইয়া স্বামীকে হৃদয় পটে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার পদ সেবায় নিরত থাকিয়া কতই আনন্দ লাভ করিতেছেন, দুঃখ কি ক্লেশকে একবিন্দু মাত্র দুঃখ বা কষ্ট মনে না করিয়া, লোক নিন্দাকে তুচ্ছ করিয়া স্বামী অন্বেষণে বাহির হইতেছেন।

সুখলতা, মানকুমারীর পুনরায় অনুরোধে বলিলেন—"তুমি কেন, যে নির্ব্বোধের ন্যায় আমাকে জ্বালাতন কচ্ছ, এখন ও কি তুমি বুঝ্‌তে পার নি, আমি কি ভাবে দিন যাপন কচ্ছি। আমার ভাগ্য বৈষম্য দেখি এবং পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত নিবন্ধই এ কষ্ট পাচ্ছি। নিজ কর্ম্মফল ভোগ কচ্ছি। দৈবের গতিই এরূপ দুর্ব্বোধ। নিশ্চয় জান্‌বে, আমি দশা অনুসারে এ সমস্ত ভোগ কচ্ছি মানকুমারী! এই দুঃখ ভাগিনীকে জন্মের মত্ বিদায় দাও।"

"সখি! আমার সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পিতা, মাতাকে ত্যাগ ক'রেছি; সে জন্য আমার কিছু দুঃখ নাই। কিন্তু আমি এক আরাধ্যধন অভাবে বড়ই অশান্তিতে আছি। সমদুঃখের সমভাগিনী সখি সঙ্গিনী তুমি, আমার সবই আছ, কিন্তু হৃদয়ের আমার ক্ষণ স্থায়িনী শান্তি নাই; যে দিকে চাই, সব যেন অসম্পূর্ণ।"

এই বলিয়া, মানকুমারীকে হৃদয়ের মর্ম্ম যাতনা খুলিয়া বলিলেন।

আহা! অকৃত্রিম প্রেম কি পরম পদার্থ। কি সুখ কি দুঃখ, কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই একরূপ ও অবিকৃত। এরূপ প্রণয় সুখের অধিকারী হওয়া কি সকলের ভাগ্যে ঘটে; তাই বড়ই আক্ষেপের বিষয়, এরূপ প্রণয় জগতে নিতান্ত বিরল ও একান্ত দুর্লভ, যদি এত বিরল ও এত দুর্লভ না হইত, সংসারে সুখের সীমা থাকিত না।

পতির ধর্ম্মই পত্নীর ধর্ম্ম। ইহা আমাদের নারীধর্ম্ম, ইহা সতীর আদর্শ, আবার ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া যিনি স্বামীর মানস কল্পিত পূজায়, পতির ধ্যানে মন নিমগ্ন রাখিতে পারেন তাহা হইলেই তিনি পতিব্রতা হইতে পারেন। সুখলতাই সেরূপ পতিব্রতার আদর্শ রক্ষা করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রীতি এক অদ্ভূত পদার্থ। মানবগণ প্রীতি-পাশে বদ্ধ হইয়া পৃথিবীর অপরাপর সকল সুখেই জলাঞ্জলি দিতে পারেন। সুবোধ বাবুর অবস্থা অবিকল তাহাই ঘটিয়াছে।

যে দিবস সুবোধ ও নিরঞ্জন দুই বন্ধু যাত্রা গান শুনিয়া তাহাদের বাসভবনে যাইতেছিলেন, সে দিবস বন্ধু সুবোধের মুখকমল বিষণ্ণ দেখিতে পাইলেন।

বন্ধুর অকস্মাৎ এইরূপ ভাবান্তর ও অবস্থান্তর দেখিয়া, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং কিজন্য তাঁহার এরূপ হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তিনি অন্তঃসন্তাপ্ত-সূচক দীর্ঘ নিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুতেই কোনো কথা বলিলেন না। তিনি যেন কোনো বিষয়ান্তর জ্ঞান-শূন্য তত্ত্বদর্শী যোগীর ন্যায় উন্নত বদনে ও নির্নিমেষ নয়নে কাহার ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন।

নিরঞ্জন বাবু, বন্ধুর এরূপ ব্যাপারে বড়ই অনুতাপ বোধ করিলেন। তিনি বন্ধুর দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"সুবোধ! তোমার এরূপ হ'বার কারণ কি

বল? আমি প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে তা' দূর করবো। আমি থাক্‌তে তোমার ভাবনা কিসের?"

সুবোধ বাবু, এবার আর মনোভাব গোপন করা উচিত নয় ভাবিয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"বন্ধু! তুমি পাছে কষ্ট পাও, সেজন্য তোমাকে এ বিষয় বলি নাই। তুমি আমাকে অনেক সময় অনেক বিপদ হ'তে উদ্ধার ক'রেছ কিন্তু এবার এই বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।"

বন্ধুর এরূপ দুঃখপূর্ণ কথায় নিরঞ্জন বাবুর প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তখন তিনি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্পষ্ট ক'রে তোমার মনোভাব সব ব্যক্ত কর, তা হ'লে কষ্টের অনেক লাঘব হবে। কষ্ট যত পেটে চেপে রাখা যায়, ততই তা বৃদ্ধি পায়।"

সুবোধ বাবু, বন্ধুর এরূপ সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া বীত-নিদ্রের ন্যায় একেবারে চকিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষণকাল পরেই বন্ধুর প্রতি শূন্য দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন।

নিরঞ্জন বাবু, বন্ধুকে জ্ঞান রহিত দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ সেবা শুশ্রূষার পর বন্ধুর জ্ঞান-লাভ হইল, তখন বন্ধুর হৃদয়ে যাহাতে আর কোনো কষ্ট

না থাকে, সে জন্য তিনি প্রাণপণে নানাবিধ সদুপদেশ দিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য শান্তি পাইল। তখন তাঁহাকে নম্রভাবে বলিলেন, "দেখ সুবোধ! তুমি এরূপ কর্‌লে আমি তা' দেখে কিরূপে থাকি, তা' কি তোমার ভেবে দেখা উচিত নয়? স্পষ্ট ক'রে তোমার সব মনের কথা বল ত?"

বন্ধুর মনে পাছে কষ্ট হয়, এজন্য সব কথা বন্ধুব নিকট বলিতে লাগিলেন,—"সে দিবস যাত্রা গান সময়ে সম্মুখস্থ দালানের এক কোণে স্থিরতর সৌদামিনীর ন্যায় সর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী এক যুবতীকে দেখ্‌তে পাই। সে কি দেবী, কি দানবী, কি বিদ্যাধরী, তার কিছুই স্থির কর্‌তে পারি নাই। তাহার সোণার মত বর্ণ, নাগ পাশের ন্যায় কালো কালো চুল এবং অধরের হাসির রেখা আমার প্রাণের বাঁশরীর স্বরকে একেবারে স্তব্ধ ক'রে ফেলেছে। দেহের মধ্যে সকল শিরা উপশিরা প্রাণপণ শক্তিতে রূপের মোহপাশটাকে কাট্‌বার জন্য মিলিত হচ্ছে, প্রতি শোণিত বিন্দু রণরঙ্গে মেতে রূপের মোহের জন্য অসি ধারণ কচ্ছে।"

নিরঞ্জন বাবু, বন্ধুর এরূপ কথা শুনিয়া একটু মধুর হাসি দেখাইয়া বলিলেন:—"রমণীর ভালবাসা, সংসারের মায়াই

ত মনুষ্যকে পশুত্বে পরিণত করে। তোমার অজ্ঞাত কুল-শীল যুবতীকে দেখে এরূপ অস্থির হওয়া কি ভাল? সেই যুবতীর প্রতি তোমার এই অনুরাগ পরিণত বিল্বফলে বায়সের পঞ্চুপুটাঘাতের ন্যায় কি উপহাস্পদ নয়? তোমার এ বিষয়ে কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব। অসঙ্গত আশা কেবল ক্লেশপূর্ণ ও হৃদয়শোষক।”

সুবোধ! রূপ, যৌবন কয়দিনের জন্য, দেহের সুখ দু’দিনের, আত্মার মুক্তিতে কি সুখ একবার ভেবে দেখ দেখি? এই সামান্য নীতি-সূত্র তোমাকে আর কি বল্‌বো?”

“বন্ধু! আমার হৃদয় সে যুবতী অপহরণ ক’রেছে, এখন আমি আর আমাতে নাই। চিরানন্দময় হ’য়ে, আনন্দের সাগরে মজে থাক্‌বো, একি কম কথা! গৌতম রাজার ছেলে, তাঁর কি গোপা ছিল না?”

“[illegible] দেবীর কথা জান তো বন্ধু! তাঁর যে রূপরাশি জ্যোৎস্নাময় সুষমাকে ধিক্কার দিত। নিমাই তা’তে মজলে, কি আজ তাঁর নামে লোকে পাগল হ’ত?”

নিরঞ্জন বাবু নানাবিধ উপদেশ পরিহাস-গর্ভ আলাপ এবং চিত্তাকর্ষক নানারূপ যুক্তি দ্বারা তাঁহাকে অনাসক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

তিনি সরসিজ সংযুক্ত শশধরের ন্যায় অপূর্ব্ব রাগ শোভা মনে লইয়া সর্ব্বদাই থাকিতেন। তাঁহার হৃদয় অয়স্কান্তে মণি শলাকার ন্যায় যুবতীর দিকে ধাবমান হইতে লাগিল।

এরূপে তাঁহার হৃদয়ের বন্ধন ছিড়িল। ক্ষণিক সুখের জন্য অনন্ত আনন্দের দিকে ধাবিত হইল। বাপীতট ছাড়িয়া সমুদ্রের দিকে ছুটিল।

নিরঞ্জন বাবু, বন্ধুর এরূপ অবস্থা দেখিয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনকে শান্তি করিবার নিমিত্ত বলিলেন—"আমি ঐ বালিকার অনুসন্ধানে কাশীপুর যাচ্চি, যে পর্য্যন্ত আমি না ফিরবো, সে পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাকবে। শরীরের প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করিও না।"

রজনী প্রভাত হইলে নিরঞ্জন বাবু, বন্ধুর সঙ্কল্প পূরণ জন্য সেই বালিকার অনুসন্ধানে কাশীপুর যাত্রা করিলেন।

সুবোধ বাবু বন্ধুর প্রতীক্ষায় উদয়পুর পাহাড়ের নিকট-বর্ত্তী এক পর্ণ কুটীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সুবোধ বাবু বন্ধুহীন হইয়া আরও অস্থির হইয়া পড়িলেন। একে প্রেম বিচ্ছেদ, তার উপর বন্ধুহীন হইয়া থাকা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ জ্বালার

উপর জ্বালা বাড়ীতে লাগলো। তিনি হতাশ্বাস মনে কেবল ভাবিতে লাগিলেন—"এ হৃদয় মরুভূমিতে যে দিব্য সরোবর খনিত হবে এবং তাহাতে যে কনকললিনী শোভিতা হইবে, কখনো মনে করিনি। আমার অদৃষ্টে যা ঘটেছে তাহা এক প্রকার স্বপ্নঘটিত ব্যাপারের ন্যায়।"

কি আশ্চর্য্য! যতক্ষণ দৃষ্টিশক্তি সম্যক্ বিকশিত না হ'য়েছিল—ততক্ষণ দৃষ্টির সার সেই ললনা, দৃষ্টিপথে উপস্থিত ছিল—আর যেই দৃষ্টির বিকাশ হ'লো অমনি দর্শন পথ হ'তে অন্তর্হিত হয়ে আমার অন্তরে দারুণ বেদনা দিয়ে যে কোথায় লুকালো, তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।"

লোকে স্বপ্নাবস্থায় যেমন নানাপ্রকার সুখ কর পদার্থ দেখে বিমোহিত হ'য়ে থাকে এবং নিদ্রাভঙ্গ হ'লে যেমন তাহা আর দেখা যায় না—কেবল তাহা স্মরণ পথে পতিত হ'তে থাকে; আমার অদৃষ্টেও অবিকল তাহা ঘটলো।"

ইতিপূর্ব্বে কাহাকেও কখনো ভালবাসি নাই। সুতরাং ভালবার সুখ দুঃখ কিছুমাত্র জানতুম না। এখন প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি মূহুর্ত্তে, প্রতি ঘটনায় ভাল-বাসার মর্ম্ম অনুভব করতে পাচ্চি।"

আমার যে অন্তঃকরণ, সংসারের কোনো পদার্থে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয় নেই ; এখন তাহা একটী সামান্য রমণীর নিকট পরাজিত হ'লো ? হৃদয় ! তুমি বৃথা কেন নন্দন পারিজাতের জন্য হস্ত প্রসারিত কচ্চ ? সেই অমূল্য স্বর্গীয় পারিজাত লাভ যদি তোমার ভাগ্যে থাকৃতো তা' হ'লে আজ তোমাকে অন্তরে অন্তরে মর্ম্মাহত হ'তে হবে কেন ?"

তুমি, যে স্বর্গীয় অমৃত লাভের ইচ্ছা ক'রেছ—তা, আয়ত্তাধীন হওয়া অসম্ভব। হৃদয় হ'তে সে আনন্দরাশি পুঁছে ফেল। জীবনের সুখের ধ্রুব তারার প্রতি লক্ষ্য করো না, স্বর্গীয় রত্নের আশা করো না, পথের পথিক হ'য়ে কোহিনুর লাভ করো না, দরিদ্র হ'য়ে রাজার ভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টি করো না।"

যিনি একেবারে নারীমুখ দর্শন না ক'রে কুমারাখ্যাতেই দিন যাপন করেন, তিনিই ধন্য, তিনিই সুখী, তিনিই ভগবানের প্রিয়পাত্র। যাঁরা জন্মাবধি নারীর মুখ দেখেন নাই, তাঁদের তুল্য মহাত্মা আর কে আছে ? নারীর জন্যই যখন আমাদের এত দুর্গতি, তখন জেনে শুনে এ পাপ ফাঁদে লোকে পড়ে কেন ? এই ভাবিয়া পুনরায় বলিলেন—তা নয়।"

"যার হৃদয় রমণীর উজ্জ্বল প্রেমালোকে আলোকিত হয় নাই, সে কখনো রমণী হৃদয়ের কোমলতা বা সরলতা হৃদয়ঙ্গম ক'রতে শিক্ষা করে নাই; সে মনুষ্যত্ব ও সম্পূর্ণতা লাভ ক'রতে পারে নাই; তার হৃদয়ক্ষেত্র সর্ব্বদা ভীষণ মরুভূমির বালুকারাশির মত নিয়ত ধূ ধূ ক'রে জ্বল্‌চে। আমার বোধ হয়, আমার ন্যায় সকলেরই এরূপ অবস্থা হ'য়ে থাকে।"

"জীবনে যতই কেন প্রতিকূল ঘটনা সংঘটিত হ'ক না, চেষ্টা ক'রলে তা' হ'তে উদ্ধার লাভ করা যায়; কিন্তু চিন্তার .প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। ধন্য চিন্তার অপ্রতিহৃত শক্তি।"

"বাস্তবিক রমণীর চিন্তায় তরুণ অন্তঃকরণে যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে, কেহ যদি তাহার চিত্র দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁ' হ'লে যেন এই সুবোধ বাবুর বিষয় আলোচনা করেন।"

তিনি সদা সর্ব্বদাই এরূপ চিন্তা করিতেছেন, অন্তঃকরণের ঔদাস্য ভাব যেন তাঁহার সহিত গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছে। তাঁহার হৃদয়ে, যে চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে—যে নয়নানন্দ-দায়িনী রমণী মূর্ত্তি, হৃদয় দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছে—যে লোকাতীত ঘটনা তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে দেখা

গিয়াছে—তাহা তিনি এক মূহুর্ত্তের জন্য ও ভুলিতে পারিতেছেন না।

এরূপে মনের আগুন, ক্রমে ক্রমে প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে আশা, ফলবতী হইবার কোন প্রকার উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

সংসারে এমন পুরুষ কে আছে যে, রমণী হৃদয়ের অন্তস্তল দেখ্‌তে পারে? রূপের মোহে মোহিত হ'লে, পুরুষকে নিয়ে কলের পুতুলের ন্যায় যা খুসী তাই ক'রতে পারে। এই বঙ্গসংসারে, শান্তির তরঙ্গে সকলে ভাসচে, ইচ্ছা করিলে পলকের মধ্যে রমণী, সেই সোণার সংসারকে একটী মহাশ্মশান করিয়া তুল্‌তে পারে।

পুরুয স্বভাবের মূলে স্ত্রী অন্বেষণকারিণী এক নৈসর্গিক দুর্জ্জয় শক্তি আছে,—যে শক্তির প্রভাবে নরনারী মিলিত হইয়া পরিবার গঠন করিয়াছে,—সেই শক্তি সুবোধ বাবুর অন্তরে জাগিয়াছিল।

নারী প্রকৃতির ভিতরে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর, যে মোহিনী মায়াশক্তি আছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই কারণ নারীপূজা পদ্ধতি তাঁহার ভাল লাগিত; তাহাতে একটু আনন্দ অনুভব করিতেন। চিন্তাভারে আক্রান্ত অধ্যয়নশীল নীরস জীবনে প্রীতিরস সঞ্চারিত হইলে মানুষ

বড় সুখী হয় এবং সেই সুখবোধ তাহাকে অধিকতর সুখ-শান্তি অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে। সুবোধ বাবুর অবস্থাও অবিকল তাহাই হইয়াছে।

এরূপ ভালবাসা কি প্রেম হইতে কোনরূপ উচ্চতর সুখ আমরা ধারণা করিতে পারি না. কিন্তু এই ভাল-বাসা ও প্রেম নানা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ভালবাসাকে প্রেম বলা যায় না। এ ভালবাসা পাশবিক ভালবাসা মাত্র। স্ত্রী, পুত্রের প্রতি ভালবাসা নিঃস্বার্থ ভালবাসা নয়। নিঃস্বার্থ ভালবাসাই কেবল ঈশ্বরের প্রতিই হওয়া সম্ভব। প্রতি মুহূর্ত্তেই যখন, যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার দেহের পরিবর্ত্তন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনের ও পরিবর্ত্তন হইতেছে, এসব ভালবাসা কেবল ভ্রম ব্যতীত কিছুই নয়। সেই ভালবাসার কোন মূল্য নাই বরং কপটতায় পরিপূর্ণ। অতএব ঈশ্বর অতীত আর কাহারও প্রতি ভালবাসা, প্রেম হইতে পারে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কর্পূর-কুন্দ-ধবল জ্যোৎস্না আনন্দিতা রাত্রিতে সুখলতা ও সহচরী মানকুমারী ছাদের উপর বসিয়াছিলেন। কথায় কথায় সহচরী মানকুমারী বলিল—"সুখ! তুমি দিন দিন এরূপ শুকিয়ে যাচ্চ কেন? সে দিনের গানের ভাবে আমার কেমন কেমন্ বোধ হচ্চে, তা' ভেবে ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে।"

সুখলতা, সহসা তাহার সে কথায় কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন উত্তর পাইল না, তখন মানকুমারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কেনো অসুখ করে নাই তো?"

সুখলতা হঠাৎ তাহার জবাব দিলেন—"না, না, কোনো অসুখ করে নাই!"

"তোমার শরীর দিন দিন অমন কালী হ'য়ে যাচ্চে কেন? আয়না ধরিয়ে দেখিয়ো—তোমার সোণার শরীর কিছুই নেই, ছাই হ'য়ে গিয়েছে। এমন কেন হ'লো বল্‌বে না ভাই?"

"এমন কেন হলুম্, তা' বল্‌তে পারিনে মানকুমারী!—বোধ হয়, আমাকে ভূতে পেয়েছে।"

এ কথা শুনিয়া মানকুমারীর রক্তাধারে হাসি ফুটিল। সে হাসি বৃষ্টির ভারে মন্দ বিদ্যুতের সহিত উপমেয়।

মানকুমারী বলিল—"সবুর করো, তোমার ভূতে পাওয়া আমি দূর কর্‌চি, মানুষের যা' কর্‌তে নেই, তুমি তা' কর্‌বে কেন? এখনো খুলে সব কথা বলো, না বল্‌লে আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়্‌বো না।"

"আমি কি ক'রেছি মানকুমারী?"

মানকুমারী এ কথা শুনিয়া হাসির ধারে অশ্রু আসিল। বর্ষণ লঘু মেঘ বিদ্যুতের ধারে আবার কয়েক বিন্দু জল পড়িল। আবেগ কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল—"তুমি মনের কথা সব খুলে বল্‌বে না?"

"তুমি আমাকে ছাড়্‌বে না ভাই,—সে কথা আর ব'লে ফল কি? গানটী শুনে কি তুমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে না?"

গান শুনেছি এবং বুঝেছি কিন্তু ভিতরের নিগূঢ় সংবাদ জান্‌তে না পার্‌লে শান্তি পাচ্চিনে।"

স্বর্ণলতা, মানকুমারীর এরূপ ব্যথিত কথা শুনিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন—"তুমি বৃথা এ বিষয় জান্‌বার জন্য এরূপ ব্যাকুল হ'য়েছ! তুমি জেনেও তার কোনো উপায় করতে পার্‌বে না। আমি যে ভ্রান্তিময়

মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হ'য়েছি, তার প্রতিকারের কোনো সম্ভাবনা নাই। সে দিনকার যাত্রাগান বুঝি আমার পক্ষে কাল হ'য়ে উপস্থিত হ'য়েছিল। কি নিমিত্তই বা মায়াময় অলীক পদার্থে মুগ্ধ হ'য়ে এরূপ বিহ্বল হ'য়ে উঠ্‌বো?"

মানকুমারী ও সুখলতা সমবয়স্কা; মানকুমারী, সুখলতা হইতে দু'এক বৎসরের বড়। জমিদার গৃহিণী তাহাকে কন্যারূপে লালন পালন করিয়াছিলেন। সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি তাহাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়া সন্তান না হওয়ার ক্ষোভ মিটাইয়াছিলেন। মানকুমারীকে গৃহে আনিবার দু'বৎসর পরেই সুখলতার জন্ম হয়। তখন তাঁহারা দু'জনকেই অপত্যস্নেহে পালন করিয়াছিলেন। আজ, সতী সুখলতা, তাঁহাদের সেই অপত্যস্নেহ ভঙ্গ করিতে বসিয়াছেন। সুখলতা ও মানকুমারী উভয়েই উভয়কে অত্যন্ত ভালবাসিত। একসঙ্গে খাওয়া, একসঙ্গে চলা, একসঙ্গে গল্প করা ইত্যাদি ভিন্ন কেহ কাহাকে এক মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। মানকুমারী ও সুখলতা উভয়েই সমদুঃখে দুঃখী, সমসুখে সুখী। এ কারণ মানকুমারী, সুখলতার এ অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইল। মনের সেই কষ্ট দূর করিতে না পারিয়া বড়ই

মর্ম্মান্তিক দুঃখসহকারে বলিল—"সুখ! বৃথা এরূপ অস্থির হ'য়ে ফল কি ভাই? তুমি মনের কথা সব খুলে বল, প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে তোমার সকল দুঃখ দূর কর্‌বো। তুমি যাত্রাগানের দিবস কি দে'খে এরূপ হ'য়েছ তা' স্পষ্ট ক'রে বলো।"

সম-দুঃখ-সুখ মানকুমারীকে অপ্রতিবিধেয় দুঃখভারে দুঃখিত করিতে সুখলতার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তিনি তাহার নির্ব্বন্ধন উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ হইয়া হতাশ্বাসে ব্যাকুল চিত্তে বলিলেন—"মানকুমারী! তুমি আমার দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে বৃথা কেন কষ্ট পাবে? সেজন্যই মনোকষ্ট চাপা দিয়ে রেখেছিলুম্। এখন দেখ্‌তে পাচ্চি তুমি নিজকে ব্যথিত কর্‌তে, ইচ্ছে করেছ, তা যদি ইচ্ছে হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আমার মনের কথা তোমাকে বল্‌ছি।"

এই বলিয়া সুখলতা একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

"কোথা আছ শ্রীমধুসূদন।
নারায়ণ, রাখ এ বিপদে, কর বিপদ-হারী বিপদবারণ॥
সতীর সতীত্ব রতন, বিনে আর কি আছে রতন,
বুঝি তায় আজ ক'রেছে হরণ।

যদি জীবন যায়, (ক্ষতি নাই হে)
(এই নারীর জীবন বৃথা জীবন)
(ছার জীবনে আর নাই প্রয়োজন)
খেদ নাই তায়, যেন রয় হে সতীর সতীত্ব-ধন ॥”

গান গাহিয়া হৃদয়কে সান্ত্বনাপুর্ব্বক আশ্বস্তভাবে মানকুমারীকে বলিলেন—“তবে শুন—আমি যাত্রাগান দিবসে তোমাদের সহিত যখন সেই গৃহের কোণে ব'সে যাত্রাগান শুনেছিলুম্, তখন হঠাৎ একটী অপরিচিত সুন্দর যুবাপুরুষের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়লো, সেই সময় বোধ হ'ল, যেন আমি কোনো জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থিত হ'য়ে তাঁহার নিকট গিয়েছি সে সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দেখে আমার নয়ন সর্ব্বদা চারিদিকে ধাবিত হ'তে লাগ্‌লো। তাঁহার কি রূপ; কি লাবণ্য, কি গঠন, কি মুখশোভা, কি নয়নভঙ্গী, কি গাম্ভীর্য্য, যা যা দেখেছি, তা কখনো আর যে ভুল্‌তে পাচ্চিনে। বোধ হ'লো যেন ঐ অলীক পুরুষও আমার প্রতি চেয়ে দেখেছেন ; তাহারও মুখকমল সন্ধ্যা-রাগরক্ত শশধরের ন্যায় অরূণ রং হ'য়ে উঠেছিল। সে সময় আমি ধন, মান, জীবন, যৌবন, প্রাণ সকলি তাঁহাকে সমর্পণ ক'রে তাঁহার শরণার্থী হ'য়েছি।”

দুঃখপ্রদানে কৃতসংকল্প বিধির অসাধ্য কি আছে? মানকুমারী এ ভাবিয়া তাঁহার প্রেমবিচ্ছেদ পরিপূর্ণ ভাব

যাহাতে হৃদয় হইতে দূর হয়, তজ্জন্য নানারূপ চিন্তা করিয়া পরিহাসপূর্ব্বক বলিল—"সুখ! যদি আমি কোন মন্ত্র বা ঔষধবলে সেই মায়াময় হৃদয় চোরকে এনে দিতে পারি এবং তাহার সহিত তোমার মিলন ক'রে দিতে পারি, তা' হ'লে তুমি আমাকে কি দিবে?"

সুখলতা, মানকুমারীর এরূপ পরিহাসসূচক কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তিসহকারে বলিলেন—"মানকুমারী! পরিহাস কিরূপ সময়ে আমোদজনক বা যন্ত্রণাদায়ক তা কি তুমি জান না? যদি জান্‌তে তা হ'লে কখনো এরূপ কথা বল্‌তে না।"

সুখলতার এরূপ তিরস্কার উক্তি শুনিয়া মানকুমারী বলিল—"মনোকষ্ট দূর ক'রো, আর এরূপ হতাশ হ'য়ে শরীরটাকে নষ্ট করো না। তুমি যার জন্য ব্যাকুল, তিনি এক ভুবন পুরুষ পুরুষরত্ন। আমিও তাকে বোধ হয় দেখেছি। কন্দর্পের বসন্ত যেরূপ, সেরূপ এক সহচরও তার সহিত ছিলেন। সুখ! তুমি সেজন্য কোনো চিন্তা করো না। যাহাতে তাহাঁর সহিত তোমার পরিণয় সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।"

সুখলতা, মানকুমারীর এরূপ সান্ত্বনা বাক্যেও প্রবোধ মানিলেন না। মানকুমারী কিছুতেই তাহাকে কু-চিন্তা

করিতে দিবে না মনে মনে স্থির করিয়া পুনরায় বলিল, —"বৃথা আর আক্ষেপ করো না। আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি তাকে তোমার সহিত মিলন ক'রে দিব।"

স্থলতা, এবার মানকুমারীর শপথ ও দৃঢ়তার নির্ব্বন্ধন সহকারে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা বাক্য করিয়াছে বলিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া আনন্দাশ্রু পরিপূর্ণ নয়নে কাতর বচনে বলিলেন—"মানকুমারী! আমার এ আশা কি কখনো পূর্ণ হবে! আমি যাঁকে সর্প বলে ভেবেছি তা কি বিচিত্র পুষ্প মাল্যরূপে পরিণত হবে! "যাঁকে অগ্নি ব'লে স্পর্শ কর্‌তে ভয় পেয়েছিলুম তা কি উজ্জ্বল দীধিতি রত্ন হবে! অগাধ জলরাশি ব'লে যে স্থানে পাদক্ষেপ কর্‌তে সঙ্কুচিত ক'রেছি, তাহা কি মসৃণ ভূমি বলে প্রকাশ হবে!"

যা হৌক তোমার এই অমৃতময় সান্ত্বনা বাক্যে আমি কিছু শান্তি লাভ কর্‌লুম্। চল মানকুমারী, যে স্থানে সেই হৃদয় চোরকে নয়ন পাশে বেঁধেছি, সে স্থানে গিয়ে তাপিত প্রাণ শীতল করি।"

এই বলিয়া মানকুমারীর প্রতীক্ষা না করিয়াই, হরিণী যেমন কৃষ্ণসার দেখিয়া দ্রুতগামিনী হয়, সেইরূপ স্থলতাও দ্রুত গতিতে সে স্থানে গমন করিলেন। সে স্থানে পৌঁছিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মণি হীন ফণীর

ন্যায় তাহার নয়ন অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল এবং তাঁহার পূর্ব্ব ঘটনা অলীক রূপে বোধ হইতে লাগিল।

মানকুমারী তাঁহার পুনর্ব্বার ব্যাকুল ভাব দেখিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া সেই স্থানে বসাইয়া মৃদু মধুর বচনে বলিল—"সুখ! তুমি বুদ্ধিমতী। শুনেছি, উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য নিবারণের ধৈর্য্যই একমাত্র উপায়, অতএব তুমি বৃথা কেন এরূপ অস্থির হয়েচ। আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌চি আগামী কল্যই তাহার সন্ধানে বেরবো এবং যেরূপে পারি তোমার কষ্ট দূর কর্‌বো।"

সুখলতা বুঝিতে পারিলেন, তাহার এ আশা সফল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই; তখন তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক এই শপথ করিলেন—"তাঁহার দেখা পাই আর না পাই তিনিই আমার হৃদয় দেবতা, প্রাণ থাকৃতে অন্য পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌ব না এবং অন্য পুরুষের সহিত আমার প্রাণিগ্রহণ অসম্ভব।"

মানকুমারী, তাঁহার এরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া, বিনয় বচনে বলিলেন—"তুমি সেই মায়াময় পুরুষ ভিন্ন অন্য কাহারো সহিত মিলিত হবে না, একথা তোমার পিতা মাতা জান্‌তে পার্‌লে তাঁদের দুঃখের সীমা থাক্‌বে না। তুমিই তাঁদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তুমি

অনুরূপ পতিসমাগমে চিরসুখভাগিনী হ'লেই তাঁহারা আপনাদের জীবন সার্থক বোধ কর্‌বেন। কিন্তু হত বিধাতার প্রতিকূলতায় তুমি এরূপ ।জনের প্রতি অনুরক্তা হ'য়েছ যে, তাকে আর কখনো দেখবার সম্ভাবনা নাই।"

"তুমি বিদ্যামতী ও বুদ্ধিমতী হ'য়ে এই অলীক পুরুষে অনুরাগ সমর্পণ কিরূপে সম্ভব হবে? পরম ভক্তিভাজন জনক জননী সাতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করেন এই কি তোমার প্রীতিকর হ'ল? বৃথা যাবজ্জীবন আত্মসুখে জলাঞ্জলী দেওয়া কি বুদ্ধিমতীর কার্য্য? যা হোক তুমি এ বিষয় পরিত্যাগ কর, নতুবা পরিণামে বিষময় ফল উৎপন্ন হবে।"

এই বলিয়া অত্যন্ত অনুরাগের সহিত বিষাদসূচক গান গাহিয়া তাঁহাকে মর্ম্মবেদনা জানাইল—

"শুনি প্রাণ কাঁপে মরি সন্তাপে
করোনা দারুণ পণ।
মা কি পারে মা সোণার প্রতিমা
জলে দিতে বিসর্জ্জন॥
ফণিনীর মণি, ননীর পুতলি,
সুধামাখা বাণী, কোকিল কাকলী,
কে তোরে ভুলালে কি মন্ত্রণা পেলি,
কেন তুই হলি এমন।

হায় কি কুক্ষণে হেরিলি নয়নে,
মায়ার নিদান সে পুরুষ পানে,
ক্ষমা দে স্বখলতা, সবে না প্রাণে,
অঙ্গে কালো বরণ ॥”

“স্বখলতা, সহচরীর সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া নম্রভাবে বলিলেন—“তুমি জনক জননীকে আমার প্রণাম জানাইয়া এই নিবেদন করিবে, তাঁহারা যন্ত্রণা ভোগ করেন ইহা আমার ইচ্ছে নয়, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার স্বখভোগ করেন এই আমার বাসনা। কিন্তু বাম-প্রকৃতি বিধি আমার সেই বাসনা পূর্ণ কচ্চেন না। আমি যাকে দেখেচি, সর্ব্বদাই আমার মনে হচ্ছে, তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হবে।”

“এই সংস্কার হৃদয় মধ্যে এরূপ প্রবল যে, তা বল্‌বার নয়, এমন কি সেই বলেই আমি জীবিত আছি। সখি! আর একটি কথা সনাতনধর্ম্ম পরিত্যাগ না ক’রে একজনকে পতিত্বে বরণ ক’রে পুনরায় অন্যকে বরণ করা কিরূপে হ’তে পারে?”

যাঁর প্রতি অন্তঃকরণ একবার দৃঢ়রূপে অনুরক্ত হ’য়ে পরিণয় কার্য্য সম্পাদন না হ’লেও কি তিনি স্বামীরূপে পরিণত হন না?

"হৃদয় গৃহীত ও স্বজন-দত্ত পতির কিরূপ বৈলক্ষণ হ'তে পারে?"

"সাবিত্রী, কি বুঝে বর্ষমাত্র জীবিত সত্যবানের প্রণয়িনী হ'তে কোনোরূপ সঙ্কুচিতা হন নাই।"

"আর দময়ন্তীই বা কি কারণে ইন্দ্রিয়াদি দেবগণকেও পরিত্যাগ ক'রে নিষধরাজ নলের সহধর্ম্মিনী হ'য়েছিলেন।"

"বাস্তবিক যে রমণী, একবার হৃদয়-বৃত পতিকে পরিত্যাগ ক'রে অন্যের প্রতি আসক্ত হ'তে পারে, পতি পরিত্যাগ-কারিনী সর্ব্ব ধর্ম্ম বিবর্জ্জিতা বারবনিতার সহিত তাহার প্রভেদ কি আছে?"

অতএব মানকুমারী, পিতা মাতাকে বুঝিয়ে বলিবে, যদি ভগবানের নিকট কোনো মহাপরাধে অপরাধিনী না হ'য়ে থাকি, যদি স্বপ্নেও অন্য পুরুষকে মনোমধ্যে উদিত না হ'য়ে থাকে, যদি রামায়ণ, মহাভারত সত্য হয়, যদি পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য আজ পর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকে, তা হ'লে অবশ্যই আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে তার আর কোনো ভুল নাই।"

এই কামনা করিয়া পতিভাবনা-কাতরা স্বর্ণলতা, পতিতে তন্ময়া হইয়া গৃহত্যাগী হইবেন সংকল্প করিলেন।

পরে পিতা মাতাকে স্মরণ করিয়া আপন মনোকষ্ট জানাইয়া বলিলেন—

"মাগো বিদায় হইলাম চরণে।
যাই পতি জন্য চির নির্ব্বাসনে॥
অপরাধ শত শত, ক'রেছি মা অবিরত,
ক্ষমা কর স্নেহময়ী গুণে।
কর এই আশীর্ব্বাদ, পুরে যেন মনোসাধ,
পরলোকে পাই মায়াবানে॥"

পতিব্রতা রমণী না হইলে কি এরূপ উদারচেতা হয়। দৃঢ় অধ্যবসায় ও কঠোর সাধনা ব্যতীত কে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে?

সাধ্বী-পতিব্রতা রমণী ব্যতীত স্বামী ভক্তির এরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে না। সুখলতা, পতিব্রতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

"কোনো সুখে নাহি প্রয়োজন,
সতীর সাধন পতি-ভজন,
সব সুখ দিয়ে বিসর্জ্জন।
দেখ সকলে সতীর পণ॥
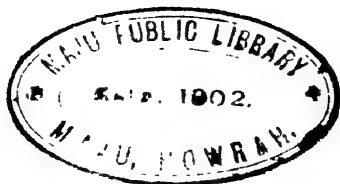
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুখলতার গৃহত্যাগের ক্ষণমাত্র পরেই বৃদ্ধ সহচরী অতি ব্যস্ততার সহিত জমিদার ধনঞ্জয় বাবুকে বলিল "সুখলতা ও মানকুমারী কোথায় গেল তার কোনো এ পর্য্যন্ত সন্ধান পাচ্ছিনে।"

জমিদার ধনঞ্জয় বাবু, এ সংবাদ শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিলেন—"সে কি ?"

এই কথাটি বলিয়াই অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত উদ্বিগ্ন মনে বৃদ্ধ সহচরীর সহিত অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুখলতাও মানকুমারী সত্য সত্যই গৃহত্যাগ করিয়াছে। অমনি তাহাদের অভাবে, অদর্শনে অন্তঃপুর মধ্যে ক্রন্দনাদির কোলাহল পড়িয়া গেল। পাড়া প্রতিবাসী সকলেই হায় কি হইল বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। জমিদার গৃহিণী এ অবস্থায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন ধারায় মুখকমল প্লাবিত হইতে লাগিল। জমিদার বাবু, গৃহিণীর অবস্থা দেখিয়া আরও শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সংজ্ঞালাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংজ্ঞা হওয়া দূরে থাক্, তাহার বিপরীত ভাব ধারণ

করিল। তিনি দেখিলেন সে ভাব স্থির, গম্ভীর, নিস্পন্দ।

গৃহিণী যখন একটু চৈতন্য লাভ করিলেন, তখন জমিদার বাবু তাঁহাকে হৃদয়ের মর্ম্ম যাতনা চাপান দিয়া বলিলেন—"একেবারে নিরাশ হও কেন? এখনও সময় আছে; চারিদিকেই অনুসন্ধানে লোক গিয়েছে; শীঘ্রই তাহারা ফিরে আস্‌লে খবর পাবো!"

গৃহিণী, পতির এরূপ সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া, চিন্তায় দুঃখে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন—"কোথায় আমার মা সুখলতা. কোথায় আমার মা মানকুমারী?"

এই বলিয়া তিনি অধৈর্য্য হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন:—

"হায় কি হইল।

"সুখ নাম বিজন বনে কে আমার কন্যায় ভুলাল॥
পেয়েছিলাম সাধের কন্যা, জগৎমান্যা ধরাধন্যা।
অতি গুণবতী কন্যা, যার লাবণ্যে ভুবন আলো॥
বড় আশা ছিল মনে, শুভদিনে শুভক্ষণে;
সুপাত্রে কন্যারত্নে করিব অর্পণ—
সে সাধে বিষাদ ঘটিল, সকল আশা ফুরাইল।
সুখশশী অস্তে গেল, শোকানল হ'ল প্রবল॥"

সুখলতা, মানকুমারী কোথায়? এ সংবাদ কেহই দিতে পারিল না। কাজে কাজেই গৃহিণী কণ্টক শয্যাশায়ী ন্যায় চঞ্চল হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

এ ঘটনার কিছুদিবস পরে একদিবস অপরাহ্ন সময় জমিদার ধনঞ্জয় বাবু বিষণ্নমনে গবাক্ষের নিকট বসিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কত লোক অবাধে নিজ নিজ আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য যাতায়াত করিতেছে; জমিদার ধনঞ্জয় বাবু দুঃখিত হইয়া তাহাদের অবস্থার সহিত নিজ অবস্থা তুলনা করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই একস্থানে কয়েকজন লোক মণ্ডলীকৃত হইয়া এক ব্যক্তিকে বেষ্টন করিয়া নানারূপ কথোপকথন করিতেছে, জমিদার বাবু তাহাও দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ইহার কিছুই কারণ বুঝিতে পারিলেন না। যখন শ্রোতাগণ একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল তখন দেখিতে পাইলেন মণ্ডলী একব্যক্তি কি বলিতেছে, তা শুন্‌বার জন্য তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার এক কর্ম্মচারী আসিয়া বলিলেন—"কোনো এক বিদেশীয় লোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছেন।"

জমিদার ধনঞ্জয় বাবু, অন্তঃকরণে চিন্তিত হইলেন।

এ ব্যক্তি কোথা হ'তে এসেছে? তবে কি এ ব্যক্তি সুখলতার কোনো সংবাদ নিয়ে এসেছে?

এরূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া কর্ম্মচারীকে বলিলেন— "তাহাকে আমার নিকট নিয়ে এস?"

জমিদার বাবু ভাবিলেন, বোধ করি ইনি তাহাদের কোনো সন্ধান নিয়ে এসেছে। দেখা যাউক আগন্তুক কি বলেন।

আগন্তুক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জমিদার বাবুকে দেখিয়া নমস্কার করিলেন।

জমিদার, সভ্যাগত ব্যক্তির যথোচিত সম্মান করিলেন। আহারাদি ও সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে যতদূর হয় সন্তুষ্ট করিতে যত্নবান হইলেন। যখন তিনি বিশ্রাম লাভ করিলেন তখন জমিদার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়? আপনার দেশ কোথায়? কি জন্য এসেছেন?"

আগন্তুক জমিদার বাবুর এ কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন—"আমি যে আশা ক'রে বহুদূর হ'তে এসেছি এবং যে জন্য চিন্তায় চিন্তায় দিন অতিবাহিত ক'রেছি, ভগবান কি তা' পূর্ণ করবেন?"

তিনি কোন্ পিতা মাতার হৃদয় দেশে বাস করেন?

এই অনন্য বিদিত সংবাদ কিরূপে জানব? আমি কি ব'লে বন্ধুর নিকট প্রতিগমন কর্‌বো! আশা বদ্ধ প্রণয়ি-জনের জীবন কুসুমের বৃন্ত স্বরূপ আমি তথায় ফিরে গিয়ে সেই বৃন্তটী কর্ত্তন ক'রে দিলে কিরূপে তার জীবন রক্ষা হবে?"

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এরূপ চিন্তা করিয়া লজ্জা, ভয়, সম্ভ্রম, সুহৃদ স্নেহ ও সাহস পর্য্যায় ক্রমে তাহার হৃদয় মধ্যে আর্বিভূত হইতে লাগিল। পরিশেষে এরূপ নানাবিধ চিন্তার পর জমিদার গৃহিণীর বিলাপ শুনিতে পাইয়া কিছু শান্তিলাভ করিলেন।

জমিদার গৃহিণী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিলেন—

"সুখ! তুমি কোথায়? আমরা কি জন্মের মত তোমার সেই চন্দ্র বদন দর্শনে একেবারে বঞ্চিত হলুম্। সুখ! একবার সেই স্মিত মুখখানি দেখিয়ে তাপিত প্রাণ শীতল কর। বৎসে! আমি তোমার সেই, অলৌকিক রূপমাধুরী দেখে আগেই বুঝ্‌তে পেরেছি যে, তুমি কোনো শাপভ্রষ্টা দেবী হবে; কেবল আমাদিগকে পিতৃ মাতৃ সম্বোধনে চরিতার্থ করবার জন্যে এসেছিলে; কিন্তু দেবী হও, আর যাই হও, আমাদের প্রতি চিরকাল অসাধারণ ভক্তি করেছিলে; কখনো আমাদের অনুমতি

ভিন্ন কোনো কার্য্য কর নাই। হঠাৎ তোমার কেন এরূপ মতি হলো? একবার বলেও গেলে না? কোথায় গেলে? কিজন্য গেলে?"

সুখ! চক্রধার কমলার ন্যায় যাহাতে তুমি একান্ত অনুরাগিণী হয়েছিলে, যাহাকে তুমি দেবতা ভেবে ছিলে এবং যাহার প্রতি অনুরাগী তোমার সংসার সুখে জলাঞ্জলী দিবার কারণ হয়েছে, ব্রাহ্মণকুমার মুখে তোমার হৃদয়-গৃহীত আমার সেই জমাতার এরূপ অবস্থা শুনে কিরূপে নিশ্চিন্ত রয়েছ?"

জামাতাকে আমার সর্ব্বস্ব প্রদান ক'রে তোমাকে রাজরাণী দেখব ব'লে কতই সাধ ছিল। এখন সেই জামাতা উপস্থিত হয়েছে।"

এসব বিলাপ শুনিয়া জমিদার বাবুর প্রশ্নের উত্তর দিলেন "আমরা দু'বন্ধু কয়েকমাস পূর্ব্বে আপনার ভবনে এসে যাত্রা গান শুনেছিলুম, সে সময় সে দিনে কোনো এক কামিনীকে দেখে আমার প্রিয় সুহৃদ তার প্রতি আসক্ত হয়েছে, এমন কি তাকে না পেলে সে পাগল হবে, তিনি এখন সেই কামিনীর চিন্তায় বিহ্বল হয়ে আছেন। তারই অনুসন্ধানে আমি নানাস্থানে ঘুরিতেছি এবং আপনার নিকট এসেছি।"

জমিদার বাবু, আগন্তুকের এ সংবাদ শুনিয়া তাহার কোনো প্রত্যুত্তর করিলেন না। একটী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

নিরঞ্জন বাবু, বন্ধুর মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিবেন বলিয়া কোনো আশা করেন নাই। তিনি জমিদার বাবুর অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন—"কি মূঢ়। আমি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি? বন্ধু যাত্রা গান সময়ে এ দেশের কোন্ কামিনীকে দেখে উন্মত্ত হয়েছেন? একথা জমিদার বাবু কিরূপে জান্‌বেন? একথা আমি কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবো? তিনি কোন্ গৃহের অলঙ্কার?"

"স্বর্ণলতা এস! আমি হিমালয়ের ন্যায় হ'য়ে হরগৌরী সদৃশ তোমাদের ছু'জনেব মিলন দেখে সেই বাসনা পূর্ণ করি।"

জমিদার গৃহিণী, এরূপ বিলাপ বচনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলে অন্যান্য সকলেই তাঁহার দুঃখে শোকাকুল হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

তখন বন্ধু নিরঞ্জন বাবু, ঐসব দেখিয়া শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, যিনি তাহার বন্ধুর হৃদয়াকর্ষিণী হইয়াছিলেন তিনি ইহারই কন্যা। তখন স্থির বুঝিলেন "তা হ'লে বন্ধুর অনুরাগ অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই।"

আবার বলিলেন—"হবেই বা কেন ? মধুকর কমলিনী ভিন্ন কখনো কি পলাশ-কুসুমাভ্যন্তরে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে ?"

"যে কামিনী তাঁহার প্রতি এরূপ অনুরাগিণী হয়েছেন তার জন্য বন্ধুর এরূপ বৈমনস্য অযুক্ত নহে।"

ভগবান এরূপ নায়ক নায়িকাকে বদ্ধানুরাগ হ'য়ে রত্নের সহিতই কাঞ্চন শলাকাকে সংযোজিত করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি প্রথমে এরূপ অনুকূল হয়ে শেষে এরূপ বিড়ম্বনা কচ্চেন কেন ?"

এখন সে রমণীরত্ন কোথায় ? কোথায় যাই ? কোথায় গেলে সে প্রিয়সখীর দেখা পাই ?"

নিরঞ্জন, বন্ধুর জন্য এরূপ চিন্তা করিতেছেন। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হওয়াতে আহারাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। জমিদার ও গৃহিণী শোকে অধীর হইয়াও এই কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোনো ক্রটী করেন নাই।

তাঁহারা, যে সুখলতার কথা মনে হইলে অপার আনন্দ অনুভব করিতেন এখন সেই সুখলতার নাম হৃদয় মধ্যে যত অধিক উদয় হয় ততই তাঁহাদের শোকানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

বেলা অপরাহ্ন সময় জমিদার বাবু, নিরঞ্জন বাবুকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৎস! তুমি আমার পুত্রতুল্য, তোমার বিদ্যা বুদ্ধি যথেষ্ট আছে। সুখলতায় পাই আর না পাই, যখন সে মানসে সুবোধকে পতিত্বে বরণ ক'রেছে তখন সে যেই হউক সেই আমার জামাতা, সুতরাং তুমিও আমার পুত্র-তুল্য হ'লে অতএব তোমার নিকট মনের কথা প্রকাশ করতে কোনো বাধা নাই।"

বৎস! আমি যে, সুখলতার মুখকমল দেখ্‌তে পাবো সে আশা আর নাই? কারণ যদি আমার সে সুখ লাভ করবার ইচ্ছা বিধাতার থাকৃতো, তা'হলে তিনি আমার এই জরা শিথিল হাত হ'তে যষ্টিটি কখনো হরণ ক'রে নিতেন না?"

যা হোক, এখন আর ও ভাবনা ভেবে কি হবে? এখন তুমি অতি শীঘ্র তোমার বন্ধু সুবোধকে নিয়ে এস। সে যে তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছে।"

যদি সুখলতা তাহারা কাহারো কর্ত্তৃক অপহৃতা না হ'য়ে থাকে এবং যদি অধর্ম্ম পথে না গিয়ে থাকে, ধর্ম্ম সাক্ষী! আমি অকপটচিত্তে বলচি যে, আমি সুখলতাকে তাঁহাকেই প্রদান করবো।"

আর যদি তাহার কোনো সন্ধান না পাই, তা'হলেও প্রতিজ্ঞা করচি যে, অন্য কোন সুশীলা সুরূপা ব্রাহ্মণের

কন্যাকে কন্যারূপে গ্রহণ ক'রে তার সহিত সুবোধের পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন ক'রে তাহাকে সেই বধূ মাতা করবো।"

জমিদার বাবুর এরূপ বিলাপে অশ্রু প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া নিরঞ্জন বাবু বলিলেন—"আপনি সুখলতার সাক্ষাৎ পাবেন। তিনি অতি সাধ্বী-সতী, তাঁহাকে বল পুর্ব্বক অপহরণ করে কার স্যাধ্য ? পন্নগের শিরোরত্ন গ্রহণে হস্ত প্রসারণ কর্‌তে কার সাহস হয় ? আপনার বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে তিনি অন্যায় পথ অবলম্বন করবেন তা কখনো সম্ভব নয়; চন্দন বনে কি কখনো বিষলতা জন্মিতে পারে ?"

তিনি যার প্রতি মন প্রাণ অর্পণ করেছেন, তাঁকে পাওয়া অসম্ভব যদি অন্য পুরুষের সহিত তার বিবাহ হয়। এ ভেবে তাঁহার পাতিব্রত্য রক্ষার জন্য তিনি কোনো বিজন অরণ্যে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাপস ধর্ম্ম অবলম্বন করেছেন, তার আর কোনো সন্দেহ নাই ?"

আপনি যেরূপ আদেশ করেছেন, আমি তা কর্‌তে প্রস্তুত আছি। অতএব আমার আর এ স্থানে থাকা উচিত নয়। বন্ধু বড়ই অশান্তিতে দিন কর্ত্তন কচ্চেন, তার সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ করার দরকার।"

বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করে আমি সতী সুখলতার অনুসন্ধান করবো।” আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, শীঘ্রই আপন দুহিতা ও জামাতার দেখা পাবেন।”

এইরূপ উপযুক্ত যুক্তি দেখাইয়া নিরঞ্জন বাবু, জমিদার ধনঞ্জয় বাবুকে প্রবোধ দিয়া বন্ধু সকাশে রওনা হইলেন।

বহুস্থান পরিভ্রমণের পর পথিমধ্যে একটী বৃক্ষতলে বসিয়া নিরঞ্জন বাবু ভাবিলেন—“আমার কর্ম্মভোগ শীঘ্র যাবার নয়, ঘূর্ণিত জলে তরণী আকর্ষণ করলে, তাহাকে রক্ষা করা বড় কঠিন; কর্ণধার যদি তাহা আকর্ষণের পূর্ব্বে সতর্ক না হয়, তা হ’লে আরোহিগণের উপায় কি? আমি যদি এ কার্য্যে অসম্মত হতুম্, তা হ’লে জমিদার বাবু হয়ত শোকে আরও অধীর হ’য়ে পড়তেন্। তাকে সান্ত্বনা ক’রে এসেছি; তিনি, আমার প্রতীক্ষায় ব’সে আছেন। এ অবস্থায় আমি তাহার আশা পূর্ণ না ক’রলে যে বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য হবে। আর ব’সে লাভ কি? যাই, যা করেন সেই জগৎবন্ধু হরি, তাঁর মনে যা আছে তাই হবে।”

এইরূপে তিনি সর্ব্বদা ভগবানের নাম লইয়া স্বকার্য্য সাধনায় ব্রতী হইতেন। আজ তিনি নিজ আত্মাকে

কিছুতেই সান্ত্বনা করিতে না পারিয়া কাতর বচনে ভগবানের নিকট শক্তি চাহিতেছেন—"হে দীননাথ! দাস যেন আপনার কৃপালাভে বঞ্চিত না হয়। এ কাঙ্গাল কাতর কিঙ্করের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষপাত করুন।"

এই ভাবিয়া সেখানে বসিয়া একটী গান গাহিলেন—

"কোথা আছিস্ প্রাণের সুবোধ ভাই।
প্রাণ জ্বলে যায় সদাই॥
এসে দেখা দে বন্ধু স্বজন, বিনে তুই বন্ধু ধন,
বল্ কেমনে এ দুঃখানল নিবাই।"

গান গাহিয়া হৃদয়কে কিছুক্ষণ প্রবোধ দিয়া দেখিল, বেলা নাই। সূর্য্যদেব নিজস্থানে যাইবার অনুষ্ঠান করিতেছেন। পক্ষী সকল দেশ দেশান্তর হইতে নিজ নিজ উদর পূর্ণ করিয়া আসিয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট যায়গায় আশ্রয় লইতেছে। এই সময়ে এই বিজন বনভূমির প্রকৃতি দর্শন করিলে মনে প্রীত ও ভয় এই দুইটী বিরোধী ভাব একসঙ্গে সঞ্চারিত হয়। এমন সময়ে এই বিপদ সঙ্কুল পথে একাকী যুবক কেন যাইতেছেন? যে পথ মনুষ্যসমাগম বিরহে বিজন অরণ্য হইয়াছে; সে পথে সন্ধ্যাসময়ে একাকী মনুষ্য! এই ভাবিয়া যুবক স্বত্বর পদ-বিক্ষেপে বাসস্থান অনুসন্ধানে

রত হইলেন। কিছুতেই তাঁহার লক্ষ্য নাই। সহসা তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার কর্ণে কয়েকটী শব্দ প্রবেশ হইল; সেই শব্দ পুনরায় শ্রবণ করিবার জন্য তিনি উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে ভীতি-পূর্ণ ক্রন্দন সত্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সেই স্বর রমণীকণ্ঠ বলিয়া বোধ হইল। যুবক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই ভয়াবহ, বিপজ্জনক ঘোর নিবিড় বনে কোন্ অবলা সরলা বিপদগ্রস্থ হইয়া কাঁদিতেছে কে তাহা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে? বিশেষতঃ নিরঞ্জন বাবু, যে উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছেন তাহার কতকটা আভাস ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তাই ভাবিয়া তিনি ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং যতই নিকটস্থ হইতে লাগিলেন, ততই সেই অগোচরা রমণীর মর্ম্মস্পর্শী স্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি তখন আরও দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরিভ্রমণের পর তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন যে ভয়ানক দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি দেখিলেন—এক সুন্দরী যুবতী, জটাজুট পরিধান করিয়া ধ্যানে নিমগ্না রহিয়াছেন।

নিরঞ্জন বাবু, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু সেই সন্ন্যাসিনীর কোনো দিকেই ভ্রুক্ষেপ নাই, এক ভগবানে তন্ময়া হইয়া রহিয়াছেন। এরূপ ভাবে এই যুবতীর বিজন বনে থাকিবার কারণ কি জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই তাহার সে চেষ্টা সফল হইল না।

ইহা দেখিয়া নিরঞ্জন বাবু কিছুতেই শান্তিতে থাকিতে পারিলেন না। বরং আরও চতুর্গুণ শোকানল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন—"এই যুবতীই সেই জমিদার কন্যা; বন্ধুর ভাবী পত্নী।" সন্দেহ ভঞ্জন জন্য নানারূপ চিন্তা করিয়া তাহার অনতিদূরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

প্রায় এক পক্ষকাল, সেই কুটীরে থাকিয়া তাহার সকল কার্য্য কলাপ দেখিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পর তাহার মনোভাব জানিবার সুযোগ পাইলেন। সেই যুবতী সময়ে সময়ে যুবকের মনোহর গঠন, সুগঠিত কান্তি নিরীক্ষণ করিতেন। তিনি কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে লজ্জায় কিম্বা অন্য যে কারণেই হউক মস্তক অবনত করিয়া থাকিতেন।

নিরঞ্জন বাবু কহিলেন—"আপনার ভয়ের কোনো

কারণ নাই। আপনি নিঃসন্দেহে মনের কথা বল্‌তে পারেন।”

সেই যুবতী সন্ন্যাসিনী কোনো উত্তর করিলেন না। নিরঞ্জন বাবু পুনরায় তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি অতি সংক্ষেপে ধীরে ধীরে মধুর কম্পিত ও ভয়-বিহ্বল স্বরে তাঁহার দুঃখের কাহিনী জানাইলেন।

নিরঞ্জন বাবু, তাঁহার সংবাদ শুনিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার নিবাস কোথায়? কোথায় রেখে এলে আপনি নির্ব্বিঘ্ন হবেন?”

যুবতী বলিলেন—“আমাদের বাসস্থান কাশীপুরের নিকটবর্ত্তী স্বর্ণগ্রাম।”

নিরঞ্জন বাবু বলিলেন—“স্বর্ণগ্রামের সেখান হ’তে আমি আজ দু’দিন হলো কোনো মহৎকার্য্যে এসেছি। আপনার পিতার নাম কি?”

“যদু গোপাল দত্ত।”

“ভগবানকে ধন্যবাদ! আপনি তাঁহারি কন্যা? আপনারা কোন্ জমিদারের অধীনে বাস করেন?”

“আমাদের জমিদার কাশীপুরের ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।”

“আপনার এরূপ ভাবে আস্‌বার কারণ কি?”

“প্রায় তিন চারি বৎসর গত হ’ল, কোনো পাষাণ্ডের

চক্রান্তে পড়ে গৃহত্যাগী হ'য়েছিলুম্। ভগবান কৃপায় সেই পাষণ্ডকে তাহার মনমুগ্ধকর আশায় আশা দিয়ে নিজ সতীত্ব রক্ষার জন্য ছুরিকাদ্বারা নিদ্রিতাবস্থায় প্রাণ সংহার করি।"

নিরঞ্জন বাবু, একথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং সবিস্ময়ে কহিলেন—"আপনি যে প্রকৃত সতী, তাঁহার ইহা হ'তে জলন্ত দৃষ্টান্ত আর কি হ'তে পারে? এখন আমার একটী জিজ্ঞাস্য বিষয় আছে দয়া ক'রে বল্‌বেন্ কি?"

"আপনাকে কিরূপে সেই পাষণ্ড গৃহত্যাগী করেছে? এবং তাহার বাসস্থান কোথায়? নাম কি?"

"আমি সেই নরাধমের নাম, বাসস্থান সম্বন্ধে কিছুই জানি না।" মাঝে মাঝে ঐ পাষণ্ড ভিক্ষার জন্য প্রায়ই আসিত। একদিবস ভিক্ষা দিতে উদ্যত হ'য়েছি অমনি আমার চক্ষুদ্বয়ে কতকগুলি বালুকণা নিক্ষিপ্ত ক'রে চোখ বেধে পলায়ন করে, তখন সন্ধ্যা হয় এরূপ ভাব হয়েছিল; আমি তখন চোখের যন্ত্রণায় বড়ই অস্থির হ'য়ে অনেকক্ষণ ছিলুম্. যখন একটু জ্ঞান হ'ল তখন হৃদয়ে কোথা হ'তে প্রবল শক্তি হ'ল তা বল্‌তে পারিনে। ভগবানের মহিমাগুণে অদ্ভুদ কৌশল অবলম্বন করে সেই দুর্ব্বৃত্তের হাত হ'তে রক্ষা পেয়ে এ স্থানে অবস্থান কচ্চি।"

নিরঞ্জন বাবু কহিলেন—"আপনি কি গৃহে প্রত্যাগমন কর্‌বেন না? সাধ্বী রমণীর স্বামীই সব, তা আপনি জানেন সুতরাং আপনার গৃহে প্রত্যাগমন করা যুক্তি সঙ্গত। চলুন, আপনাকে তথায় পৌছাইয়া দি।"

নিরঞ্জন বাবুর এরূপ উপদেশ লহরী শুনিয়া পতিতে তন্ময়া হইয়া রহিলেন। বহুক্ষণ আর কিছু বলিলেন না। রাত্রি অধিক হইয়াছে ভাবিয়া নিরঞ্জন বাবুকে ফলাদির দ্বারা যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"দেখুন, আপনি কে? এবং কি নিমিত্ত এরূপ বিজন বনে ভ্রমণ কচ্চেন জান্‌তে পারি কি?"

নিঞ্জরন বাবু, তাঁহার কথায় উত্তরে বলিলেন—"আমি বন্ধু বিহীন হ'য়ে তাহার সন্ধানে বের হ'য়েছি। আমার বন্ধু কোন যুবতীর আকাঙ্খায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাহার সন্ধান পেয়ে জান্‌তে পারলুম্, সেই যুবতীও বন্ধুর জন্য গৃহত্যাগী হ'য়ে পিতা মাতাকে শোকসাগরে নিমগ্ন ক'রেছেন।"

যুবতী সন্ন্যাসিনী বলিলেন - "সেই যুবতী কে?"

"এই যুবতী; আপনার পিতা মহাশয়ের জমিদার

সন্ন্যাসিনী কতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় থাকিয়া একটু

দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন—"ইনি যথার্থ সতী-রমণী।"

নিরঞ্জন বাবু বলিলেন—"তার সন্ধান পাবার কোনো উপায় বল্‌তে পারেন কি?"

"আপনি একজন পরোপকারী মহাপুরুষ। আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি অচিরেই হবে। আপনি ইহার অনতি দূরে একটী আশ্রম রয়েছে, তথায় তাঁদের সন্ধান পাবেন।"

"আপনার কথায় আমার প্রাণ শীতল হ'লো। সতি! আমার একটী প্রার্থনা—"আপনি গৃহে চলুন।"

"দেখুন, আমরা স্ত্রী জাতি এতই খারাপ, তা বলবার নয়; আমি যথাসাধ্য নিজ ধর্ম্ম পালন ক'রেছি কিন্তু তা ব'লে কি অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আমাকে ঘরে নিবেন।"

লোক নিন্দা, স্বামীর সন্দেহ ইত্যাদি শুনার চেয়ে এই বেশ আছি। আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন যেন পর জন্মে এরূপ স্বামী পাই।"

দেখুন! আমাদের স্ত্রী জাতীর স্বামী সেবা ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম নাই। তবু অতিথি সৎকার, পরোপকার এ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। অতিথি বিমুখ হ'লে তো মহাপাতক!

শকুন্তলার বিষয় ভেবে দেখুন। তিনি যখন পতিচিন্তায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য প্রায় হ'য়েছিলেন, সে সময় দুর্ব্বাসা এসে অতিথি হয়েছিলেন; শকুন্তলার অন্যমনস্কবশতঃ অতিথি বিমুখ হওয়ায়, তাহার সম্মান রক্ষা না হওয়ায় তিনি শাপ দেন—"তুই পতিতে তন্ময়া হয়ে আমাকে অবজ্ঞা কর্‌লে, সেই পতি তোকে বিস্মৃত হোক। আমি কি শেষে তাঁর মত পতিধনে বঞ্চিত হব? আমার ও কি সেই দশা হবে? এই ভেবে আমি সর্ব্বদা অতিথি সৎকার করতুম্। তার ফল এই চক্ষে দেখুন।"

নিরঞ্জন বাবু, সন্ন্যাসিনীর এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মে বিশ্বাস দেখিয়া বলিলেন—"ধর্ম্ম কখনও মিথ্যা নয়, আপনি ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্। আপনার ন্যায় এরূপ অটল বিশ্বাস ভক্তি কার আছে দেবী? অতিথি সৎকার যে একটী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তার আর কোনো ভুল নাই, আপনি সেই ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যে কষ্ট পাচ্ছেন তা বাস্তবিক কষ্ট নয়। আপনার পরকালের পথ পরিষ্কার হল।"

যুবতী সন্ন্যাসিনী, তখন খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন। কিছুক্ষণ পরে সহাস্য বদনে বলিলেন—"হাঁ ধর্ম্ম! ধর্ম্মই আমাদের পথের কণ্টক।"

"আপনার সেই কণ্টক পথ পরিষ্কৃত হলো। নারী

কুলে জন্মগ্রহণ ক'রে আপনি তাহার যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌লেন।"

"আপনি বন্ধুত্বের একটী উচ্চ আদর্শ পুরুষ-রত্ন। আপনার ন্যায় পরোপকার কাউকে কর্‌তে দেখি নাই। আমি ভগবান সমীপে সতত প্রার্থনা কচ্চি; আপনার মনোবৃত্তি আরও উচ্চ হউক, আপনার বন্ধু মিলন, বন্ধু পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ, সকলি হবে! আপনি শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করুন, কারণ আপনার বিলম্বে কার্য্যহানী হবে।"

"আপনার ন্যায় সদুপদেশ প্রদান লোক অতি বিরল। আপনার এই আদর্শ নারী-কুল শিক্ষা করুন এই আমার একান্ত ইচ্ছা।"

সন্ন্যাসিনী আর কিছু বলিলেন না। পুনরায় পতিতে তন্ময়া হইয়া রহিলেন। নিরঞ্জন বাবু, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অশেষ কষ্ট পূর্ব্বক অন্য এক আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

আমরা সংসারে সদা সর্ব্বদা নিজের অসম্পূর্ণ কাজের জন্য খুঁজিয়া সারা হইতেছি। তার মধ্যে যিনি ভাগ্যবান্, তাঁহার অদৃষ্টে খাঁটি জিনিষ মিলিয়া যায়। কিন্তু প্রায়ই অনেককে এ সম্বন্ধে হীরক ভ্রমে কাচ ধরিতেই দেখা যায়।

এই আকাঙ্খার পরিতৃপ্তিতে আমরা স্বর্গের সুখ, স্বর্গের অমরত্ব অনুভব করি, ক্ষুদ্র জীবনে মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের বল পাই, যে ইহার অভাবে জীবন প্রাণহীন, অর্থহীন, উদ্দেশ্য-বিহীন নিরানন্দ হইয়া পড়ে। নিরঞ্জনবাবু, বন্ধু ও ভাবী বন্ধু-পত্নীর অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া এই দারুণ শূন্যতা হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন।

চাতক যদি ফটিক জল, ফটিক জল করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া চীৎকার করে, তাহা হইলে জলধর কি উদিত না হইয়া থাকিতে পারে? নিরঞ্জন, তোমার সাধের জলধরের উদয় হইবে। এখন প্রাণভরে ভালবাসার পিপাসা নিবারণ কর।

তিনি পরিশেষে এই বলিয়া হৃদয়কে সান্ত্বনা করিলেন—

"বুঝিয়াছি নাহি এই দুঃখের অবধি।
তবু ধৈর্য্য ধ'রে থাকি। করি এই ব্রত
নীরবে নিভৃতে একা দুঃখ উদযাপনা।

নবম পরিচ্ছেদ।

আমার এক বাঞ্ছনীয় পদার্থের জন্য বড় সাধ ছিল—আজও সেই সাধ আছে কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হবার নয়। পূর্ণ হবার নয় বলে, তা হৃদয়ে অনেক দিন হল বিসর্জ্জন দিয়েছি। আর পুনঃ প্রাপ্তির আশা নাই; সেজন্য অন্য কোনো বাঞ্ছনীয় আছে কি দেখি?"

তাই খুঁজি কি করবো?"

প্রথমে আমাকে বুঝ্‌তে হবে, আমি কি খুঁজি। চিত্ত যে আমার দুঃখময়, এ সংসার আমার পক্ষে অন্ধকারময়।"

দুঃখ কি? অভাব। আমার কিসের অভাব। আমি চাই কি? মনুষ্য, ধন, জন আমার যথেষ্ট আছে!"

যে জীবন এরূপ দুঃখময়, তা রেখে ফল কি? আমি কেন ইহা ত্যাগ করি না?"

আমি কেন জন্মিলাম, জন্মিলাম ত সেই পুরুষের যোগ্য হয়ে জন্মিলাম না কেন? তাকে দেখে প্রেমে মত্ত হলেম্ কেন? ভালবাসলুম্ কেন? কিসের জন্য তাকে ভেবে ভেবে গৃহত্যাগ কর্‌তে হল?"

গৃহত্যাগ কেন কর্‌তে হল? কারণ বিবাহের দিন অতি নিকটবর্ত্তী—আর বেশী বিলম্ব নাই। উপায় নাই।

নিষ্কৃতি নাই। এজন্য লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে সেই একজনের উদ্দেশ্যে বাহির হলুম্। নচেৎ নারী ধর্ম্মের মাহাত্ম্য থাকে কোথায়? আমি যাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছি, যার জন্য উদাসীন একথা ত পিতামাতা জানেন না, জেনেই বা কি করবেন্?"

আমার এই দুঃখপূর্ণ অসার জীবনের ক্ষুদ্র বিবরণ কিছু বলিতেছি এবং বলবার কিছু প্রয়োজনও আছে।"

"এ ভব সংসারে অনেক চর আছে এবং সেই চরে অনেক নৌকা আটকাইয়া ভেঙ্গেছে কিন্তু কোন্ চরে লেগে কিরূপে আমার এ নৌকা ভেঙ্গেছে তা এ ক্ষুদ্র স্থানে অঙ্কিত করে রাখবো? তা দেখে নবীন নাবিকেরা সতর্ক হ'তে পারবে।"

চির আনন্দ ও সুখ ত্রিজগতে দেব দানব কেহই প্রদত্ত হয় নাই। সুখলতা, যে রত্ন পেয়ে চির-সুখ-লাভ করিবে তা কে বলিতে পারে।"

তাহার সম্বল কিছুই নেই, আশাশূন্য ভগ্নমনা, মনে মনে কত চিন্তার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘ-শ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সহচরী মানকুমারীকে বলিলেন "আর যে আমি হাটতে পাচ্চিনে মানকুমারী!

এই বলিয়া একটী বৃক্ষতলে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের তীক্ষ্ন কিরণে সেই জনশূন্য স্থান উত্তাপে পরিপূর্ণ। পশু, পক্ষী, বৃক্ষ সকল মৃত প্রায়। সে স্থানে মনুষ্যের সমাগম মাত্রও নাই। পক্ষিগণের মধুর কণ্ঠরবও শুনা যায় না। প্রকৃতি এরূপ শান্তিপূর্ণ ও নিস্তব্ধ। সেই শান্তিপূর্ণ নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতি কম্পিত করিয়া কাহার কণ্ঠস্বর শুনা গেলে—"যে বালিকা, হৃদয়ের একমাত্র দেবতার অভাবে জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, তিনিই প্রকৃতি সতী। সতীর কামনা অবশ্যই পূর্ণ হবে ?"

. সতীর নিকট় নহে কাল বলবান।
সতীর শ্রীপদতলে পতিত সেই ভগবান ॥
এ সংসারে যে জন সতী,
কৈলাস ধামে তাঁর বসতি,
সতত পতির পার্ব্বতী, পাপতাপ হয় নির্ব্বাণ ॥
সতী পদ বক্ষে ধরি শিব শব প্রায়,
লুণ্ঠিত শ্রীহরি সদা রাধা সতী পায়,
দক্ষসুতা সতীর কৃপায়,
সতীর পতি মোক্ষ পায়,
কর সতীর গতির উপায়, হবে ভবে ভাগ্যবান্ ॥"

এই কথা স্মরণ করিয়া পতিভাবিনী সুখলতা ধ্যান-নিমিলিত ভাবে কতক্ষণ গভীর চিন্তায় নিমগ্না হইয়া রহিলেন। তখন প্রকৃতি শান্তি নীরব নিস্তব্ধ ছিল। সে সময় তিনি কিন্নরকণ্ঠে গাহিলেন –

"তুমি কার প্রাণপ্রতিমা।
সদয় হ'লে সম্প্রতি মা॥
তুমি দেবী কি দানবী, কি মানবী কি কিন্নরী।
তুমি নিশাচরী, বিদ্যাধরি, কিম্বা অপ্সরী।
বল কি মায়াছলে, উদয় হ'লে ভূতলে।
যেন বঞ্চনা ক'র না এ দাসীর প্রতি মা॥"

সুখলতা, এই কণ্ঠস্বরে একেবারে হতচেতন হইয়া পড়িলেন। মানকুমারী সসম্ভ্রমে প্রিয়সখীকে দেখিল, যে তাঁহার সকল শরীর হীনপ্রভ ও অবশ হইয়া গিয়াছে। তখন সে শোকে অধীর হইয়া পড়িল এবং অন্য কোনো উপায় নাই ভাবিয়া তাহার চোখে ও মুখে ও মস্তকে সুশীতল জল সিচন করিতে লাগিল, এরূপ করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে তাহার সংজ্ঞালাভ হইল। তখন মানকুমারী কাতরস্বরে বলিল—'সখি! আর আমাদের এরূপ কষ্ট করবার প্রয়োজন নাই; চল আমরা স্বদেশে ফিরে যাই।'

সহচরী মানকুমারীর এরূপ কাতর প্রার্থনায় সুখলতা একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন - 'আমাদের আবার সুখ কি ? আত্মার সুখেই আমার সুখ ?'

'সখে! সৎকার্য্যে শত বাধা জন্মে, নানারূপ বিঘ্ন ঘটে থাকে। অতএব আমাদের যে সম্মুখে নানারূপ বাধা বিঘ্ন সহ্য করতে হবে তার ইয়ত্তা নাই। একবার দেবী শৈব্যা ও দময়ন্তীর কথা মনে মনে চিন্তা কর।"

এই অকিঞ্চিৎকর বিপদ দেখে অভীষ্ট সাধন হ'তে বিমুখ হওয়া কোনো রূপেই উচিত নয়। চল, বেলা নাই কিছুক্ষণ সম্মুখে অগ্রসর হই।"

এই বলিয়া সুখলতা ক্লেশকে ক্লেশ বোধ না করিয়া সহচরী সহিত এক নিবীড় অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এক ব্যাধ তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র তাহাদের ভয়ানক ভয় জন্মিল। আবার ভাবিল ইহাকে জিজ্ঞাসা করিব এ স্থানে কোনো তপোবন আছে কি না ?

এরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে সেই ব্যাধ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ব্যাধ এই জন সমাগম শূন্য বিজন মধ্যে এরূপ পরমাসুন্দরী দুইটী

যুবতীকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল

সহচরী মানকুমারী ও স্বর্ণলতা, ব্যাধের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহার সহিত কোনোরূপ কথা না বলিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। ব্যাধও তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

"কোথা মা তারিণী, বিপদ বারিণী
রাখ রাখ দুহিতায়।
বিপদ বারণ, চাই মা চরণ,
প্রাণ ত্যজিব হেথায়॥
দেখি ভয়ঙ্কর, শমন কিঙ্কর,
ভীষণ নিনাদকারী।
তাই তোকে তারা, ডাকে পতি হারা,
কাঁপিছে অবলা নারী।"

এই বলিয়া তাহারা ভগবানের নাম সর্ব্বদা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

ব্যাধ কিছুতেই কুপ্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইতে লাগিল।

ব্যাধের এরূপ প্রবঞ্চনায় স্বর্ণলতার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি ভাবিলেন একি বিষম বিপদ! দুরাচারকে

দেহ স্পর্শ কর্‌তে দেখ্‌লেই, যে কোনোরূপেই হউক প্রাণত্যাগ করে পতিব্রতা ধর্ম্ম রক্ষা করবো।"

এই বলিয়া সেই আসন্ন বিপদকালে ভগবানের নাম স্মরণ করিলেন—'হা ভগবান! স্থলতাকে আত্মঘাতিনী করাই কি তোমার উদ্দেশ্য ছিল, এজন্যই কি এই বিজনে আস্‌তে প্রবৃত্তি দিয়েছ?"

হা দেবতা! তোমার আশায় উন্মত্ত হয়ে ছুটাছুটী কর্‌ছি, তুমি যে হও, আমি তোমাকেই পতিত্বে বরণ করেছি, পত্নী রক্ষা করা পতির ধর্ম্ম। তোমার সেই ধর্ম্ম-পত্নী কৃতান্তদ্বারে আজ প-ড়ছে, তুমি কিরূপে এবং কোথায় নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছ."

হা ধর্ম্ম! তোমাকে অবলম্বন কর্‌লে কি এই ফল হয়?" ,

এই বলিয়া একাগ্র মনে পতি স্তব আরম্ভ করিলেন—

"কোথা রৈলে প্রাণনাথ অবলা জীবন।
দুর্ম্মতি ব্যাধগণ করিছে সতীত্ব হরণ॥
রক্ষে কর করি মিনতি, পতি আমার শেষের গতি,
পতি বিনে জানি না আমি, পতিই আমার আরাধ্য ধন॥
এস পতি রক্ষা কর সতীর দুঃখ হর হর।
নৈলে ওহে প্রাথনাথ, এ জীবন দিতে হবে বিসর্জ্জন॥"

সুখলতার যে চুলগুলি, অপূর্ব্ব বিচিত্র কবরীবন্ধন ও শিরোরত্নে শোভিত হইত, এক্ষণে তাহা অপূর্ব্ব জটা প্রস্তুত করিয়া দিল।

যে শরীর অগুরু, কুসুম গন্ধসার প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত থাকিত, সেই সোণার অঙ্গে ছাইভস্ম লেপিত হইল।

মানকুমারী সুখলতার এ বেশ দেখিয়া বলিল—"সুখ ! আমায়ও তোর মত বেশ পরিয়ে দে।'

সুখলতা, তখন মানকুমারীকে নিজের ন্যায় যোগীবেশ সাজাইয়া দিয়া বলিলেন—" এতদিন সুখকে যে ভাবে উপভোগ ক'রে এসেছিলে, দুঃখকেও আজ হ'তে সেই ভাবে উপভোগ কর্‌তে শিক্ষা কর। দেখ্‌বে, সে শিক্ষায় কত শান্তি, কত সুখ !"

মানকুমারী সুখলতার এরূপ উপদেশ পূর্ণ কথা শুনিয়া বলিল,—"আমাদের আর শোক, দুঃখ কি ? আজ হ'তে হৃদয় আরো পাষাণ ক'রে গড়বো।'

সুখলতা, পতিতে তন্ময়া হইয়া হিমাংশু শেখরের জন্য হৈমবতীর ন্যায় যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মনকে দৃঢ় করিয়া একাগ্রমনে হৃদয়ের মর্ম্ম বেদনা জানাইলেন—

'আমি জনম দুঃখনী।
নয়ন জলে ভাসি সদা দিবা যামিনী॥
কাঁদিতে এসেছি ভবে, কেঁদে কেঁদে জীবন যাবে,
প্রাণের ব্যথা কে বুঝিবে, আমি বড় অভাগিনী॥
সকল আশা ফুরায়েছে ভাঙ্গা কপাল ভেঙ্গে গেছে,
অন্তর্য্যামী হরি আছেন, এখন যা করেন তিনি॥'

সহচরী মানকুমারী, সুখলতার এরূপ ভাব দেখিয়া, সেও সেই ভাবে ভগবান সমীপে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন—'ভগবান! আর কতদিন কোমল প্রাণে যাতনা দিবে?' এই বলিয়া সেও সুখলতার ন্যায় একটি গান গাহিলেন—

"পুরাও হে সতীর বাসনা।
তোমা বই বন্ধু কই, তাই দীনবন্ধু নাম ঘোষণা॥
সময়েতে বন্ধু সকলেই কয়
অসময়েতে বন্ধু কেহ কভু নয়
একবার পূরণ কর হে সতীর কামনা।"

তাহাদের এই অসীম ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া ঊষার স্নিগ্ধ সমীরণ ও জগজ্জীবন সবিতার শক্তি-মিশ্রিত কিরণ-জাল, দেবতার অমৃতময় করকমলের ন্যায়, তাহাদের বদনমণ্ডল ধীরে ধীরে স্পর্শ করিয়া কে যেন তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিল।

সুখলতা ও মানকুমারী উভয়েই সমবয়স্কা, উভয়ের দুঃখে উভয়েই দুঃখী। এরূপ অকৃত্রিম ভালবাসা ও মিলন সংসারে দুর্ল্লভ। নিঃস্বার্থ ভালবাসার এর চেয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে।

সুখলতা, তুমি সতী কুলরমণী! সতি! তোমার ন্যায় এরূপ নিঃস্বার্থ অপার প্রেমরাশি পতি সেবায় উৎসর্গ করিতে কয়জন পারে?

'দেখ, দেখ বঙ্গ-সতী, কত বল ধরে সতী,
সতীত্বের বল কত বলবান।
সতী যে সতীর কেনা, দেখরে সত্য কিনা,
সতীর মান রাখেন কিনা ভগবান্।'

দশম পরিচ্ছেদ।

যে স্থানে নিরঞ্জন বাবু, বন্ধু সুবোধকে রাখিয়া তাহার হৃদয়াপহারিকার উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, বন্ধু অতি কষ্টে একমাস সে স্থানে বাস করিলেন। যখন দেখিলেন বন্ধু এ পর্য্যন্তও ফিরিয়া আসিলেন না, তখন আরও চতুর্গুণ শোকানল বৃদ্ধি হইল। ঐ একমাসের এক এক মুহূর্ত্ত তাঁহার এক এক যুগবৎ বোধ হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে যখন তিনি প্রিয়ানুধ্যানে মগ্নচিত্ত হইয়া বিহ্বল হইতেন এবং প্রণয়ীর সাক্ষাৎ লাভে নিতান্ত হতাশ হইয়া অসংখ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, তখন তাঁহার বন্ধু নিকটে থাকিয়া নানারূপ প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেন। এখন আর সে সম দুঃখ সুখ বন্ধু নিকটে নাই, যে তাঁহার ক্ষুধা বুঝিয়া অন্নদান করে, তাঁহার যন্ত্রণানলে প্রবোধামৃত বর্ষণ করে।

তিনি এরূপ চিন্তায় দিন দিন নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে এই অসীম কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া বন্ধু কোন্ দিকে তাঁহার প্রণয়াকাঙ্খীর উদ্দেশ্যে গিয়াছেন সেই দিকে তিনি গমন করিলেন।

এ স্থান হইতে কোথায় গিয়াছেন এবং উহা কতদূর,

তাহা তিনি জানিতেন না। পথিমধ্যে নদী, পর্ব্বত, নগর, অরণ্য কি কি আছে তাহা কখন জানেন না। তথাপি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া একদিক্ লক্ষ্য করিয়া অনবরত চলিতে লাগিলেন।

তিনি ব্যাত্যার ন্যায় দ্রুতবেগে গমন করিয়া এক নিবীড় অরণ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই অরণ্যের অপরূপ শোভা। কোনো স্থানে ময়ুর ময়ূরী 'নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে শাবক সহিত হরিণ বৃন্দ বিচরণ করিতেছে, কোন স্থান দিয়া নদীর কল কল ধ্বনী প্রবাহিত হইতেছে, কোন স্থানে কুসুমের সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিয়াছে।

রম্যবস্তু যেমন সংযোগীরই ভাল লাগে, বিয়োগীর পক্ষে তাহা বিষবৎ বোধ হয়; সেইরূপ সুবোধ বাবুর এই রমণীয় প্রদেশ বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় সেই জন সমাগম শূন্য বিজন অরণ্য মধ্যে বন্ধুর সাক্ষাৎ জন্য ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই দুর্গম পথের শেষ নাই। যখন ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর হইল তখন তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি এরূপে বহুদূর হাটিয়া গ্রাম্যপথ পাইবে আশা করিলেন কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে এক বৃহৎ বনে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। সেই বনের কোন স্থানে নীলবর্ণ তরু রাশিতে সুশোভিত হইয়া মনোরম স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে, কোন কোন স্থানে ভয়ানক হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছে; কোন কোন স্থানের সজীব বৃক্ষ সকল দাবানলে দগ্ধ হইতেছে। সে বন কি ভয়ঙ্কর স্থান! তখন সে স্থানের জীব জন্তু এরূপ তৃষ্ণাতুর, যে তাহা দেখিলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়!

এ সব দেখিয়া সুবোধ বাবু, আর নির্ভয়চিত্তে থাকিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার ভয়ানক ভয় জন্মিল। তিনি বন্ধুর কথা অবহেলা করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

সে সময় পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তখন তিনি ভাবিলেন "অদ্য এই বনভূমিতে প্রাণত্যাগ ক'রে প্রণয় ব্রতের দক্ষিণা শেষ করি।"

কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কি লোকে প্রাণত্যাগ করিতে পারে? উহা কি বড়ই সহজ কাজ!

তিনি প্রাণত্যাগ করিবে বলিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারিলেন না। মনের শান্তি দূর করিবার জন্য এক বট বৃক্ষতলে বসিয়া কিছু শীতল বায়ু সেবন করিলেন।

ক্রমে ক্রমে দিবাবসান হইয়া গেল। রজনী উপস্থিত

হইল। ক্রমে অন্ধকার সূচি-ভেদ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চারিদিক ব্যাপ্ত করিল। ভীষণাকার ভৈরব রব সহস্র সহস্র শ্বাপদ সকল চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল।

এই সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর সময়ে সুবোধ বাবু, গহন বেষ্টিত প্রান্তরের মধ্যভাগে বসিয়া পড়িলেন।

তিনি এরূপ বিষম বিপদে পড়িয়া মনে করিলেন, যৌবন কি বিষম কাল। ইহার অধিকারে পতিত হ'লে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ন্যায় অন্যায়, হিতাহিত কিছু জ্ঞান থাকে না।

তিনি যতদিন প্রত্যাগমন না করবেন ততদিন এস্থানে থাকবে। বন্ধু, আমাকে এরূপ প্রতিশ্রুত করিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার সেই প্রতিশ্রুত পালন না ক'রে কি অন্যায় কাজই করেছি।"

পাপ করিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এখন পাপভোগ হউক তবে ত শান্তি পাবো। এইরূপে আত্মহারা হইয়া গান গাহিলেন—

"আমি প'ড়েচি বড় বিপদে বিপদ বারিণী,
বিপদে পদে স্থান দে মা ওমা বিশ্বপ্রসবিনী ॥
কোথায় গো মা ভব-দারা, দীনের দুঃখ হরা,
ভব নিস্তারা,

বেদাগমে শুনি তারা, যারা মুখে বলে তারা,
পায় তারা তারা—
তারা তারায় তারাময় দেখে কি দিবা কিবা রজনী ॥”

সুবোধ বাবুর এরূপ বিলাপে বনভূমি কাঁদিতে লাগিল। তিনি তখন আক্ষেপ পূর্ণ বচনে বলিলেন—“তোমার ন্যায় অভিন্ন হৃদয় বন্ধু জগতে আর নাই, এবং মিলিবেও না। আমি যখন তোমার কথায় প্রতিশ্রুত হ’য়ে তা পালন কর্‌তে পারি নাই, তখন আমার পাপ কর্‌তে আর কি বাকী আছে?”

এইরূপ নানাবিধ শোকে, তাপে, কষ্টে সেই বিজন অরণ্য মধ্যে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একমাস ভ্রমণ করিয়াও তাঁহার সেই কষ্ট দূর হইল না দেখিয়া দুঃখান্তকরণে নিজ অন্তরকে প্রবোধ দিলেন—“আমার আর এ জীবনে প্রয়োজন কি? কি জন্যে আর এ জীবন রাখবো। বৃথা বন্য জন্তুর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ কচ্ছি। এখন মৃত্যু ব্যতীত আমার প্রার্থনীয় কিছুই নাই।”

এরূপ নানাবিধ আর্ত্ত বিলাপ করিতে করিতে একদিক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি যতই চলিতে লাগিলেন ততই তাঁহার ভয়ানক ভয় জন্মিল। সম্মুখে ভীষণ অরণ্য দেখিলেন এবং সে স্থানে এক ভয়ানক

অজগর সাপ দেখিয়া ভয় বিহ্বলচিত্তে বলিলেন—"পর্ব্বতে কে আছ গো? আমি একজন সর্ব্ব সহায় বিহীন পথশ্রান্ত পথিক, এই অরণ্য মধ্যে শ্বাপদ মুখে প্রাণ যায়। যদি কেউ থাক, তা হ'লে এই শরণাগত অনাথ অতিথিকে আশ্রয় প্রদান কর।"

"ভয় নাই ভক্তিভাবে ডাক হরি হরি বলে।
পাবে না, বেদনা, ভাসিবে প্রেম সলিলে॥
ভুলে যাবে ভবের খেলা, পাবে সেই চিকণকালা।
দূর হবে সকল জালা, স্থান পাবে পদকমলে॥"

এই অভয় বাণী শুনিয়া একাগ্রমনে ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল ভাবিয়া তাঁহার প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। কিছুক্ষণ শ্রান্তি দূর করিয়া চারিদিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিতে পাইলেন অনতিদূরে এক বৃহৎ পর্ণকুটীরে কয়েকজন সন্ন্যাসী ভগবান আরাধনায় কাল-যাপন করিতেছেন, তাহাকে দেখিবামাত্র এক সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার এই যুবা বয়সে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ ক'রে এরূপ উদাসীন হবার কারণ কি?"

সুবোধ বাবু সন্ন্যাসীর এ প্রশ্নে কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী তখন আর কিছু না বলিয়া তাহাকে সেই আশ্রমে অবস্থান জন্য অনুরোধ

করিলেন। কিছুক্ষণ অবস্থানের পর তাহার মর্ম্মান্তিক সকল যাতনা সন্ন্যাসীর নিকট জ্ঞাপন করিলেন।

সন্ন্যাসী, তাহার এরূপ বিবরণ শুনিয়া বলিলেন—"বৎস! এ সংসারে সবই অনিত্য, কল্পিত, কাহারো অস্তিত্ব নাই,—সে জন্য দুঃখ করা উচিত নয়।"

"বৎস! তুমি উত্তম পথ অবলম্বন করেছ বটে, কিন্তু তোমার এ আশা এখন পূর্ণ হবে না। সম্মুখে তোমার জীবনের অনেক কর্ত্তব্য রয়েছে।"

সুবোধ বাবু, সন্ন্যাসীর এরূপ উপদেশ পূর্ণ বাক্য শুনিয়া পুলকিত হইয়া ভক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কিরূপে বুঝবো?

"কেন? ইহা যে বুঝা সহজ। শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকলেই সব বুঝবে।"

"শাস্ত্রে আমার বিশাস আছে; বুঝ্লুম্ সকলি মিথ্যা কেবল এক সত্য। কিন্তু তা উপলব্ধি ত কিছুই কর্‌তে পাচ্ছিনে,—ইহাই কেবল দুঃখ! কত নদ নদী, পর্ব্বত, রাজ ভবন, দরিদ্র কুটীর প্রভৃতি দেখতে পাই, তা মিথ্যা অস্তিত্বহীন, কিরূপে বলি?"

"যখন জ্ঞান জন্মিবে, তখন প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাবে, বুঝ্‌তে পার্‌বে, অনুভব কর্‌বে—সংসার শূন্যবৎ! এখন

তুমি অজ্ঞান, অন্ধ, দেখ্‌বে কেমন ক'রে? বুঝ্‌বেই বা কিরূপে?"

"জ্ঞান জন্মিলে কি প্রকৃতই দেখতে পাবো, সকলি মিথ্যা?"

সন্ন্যাসী, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যাক্‌ সে কথা। তুমি এখন খানিকক্ষণ বিশ্রাম কর। পরে সব হবে।"

সুবোধ বাবু, সন্ন্যাসীর এরূপ আশ্বাস বাণীতে বড়ই শান্তি বোধ করিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন "জীবনে একটু নূতনত্ব আসিল। প্রতীক্ষা! প্রতীক্ষা তো বহুদিন হ'তে কচ্চিলুম্‌! কিন্তু এ প্রতীক্ষা একটু অধিক উন্মাদক।"

বৈশাখী চপলার মত ক্ষীণ হাসির রেখা তাহার ওষ্ঠ প্রান্তে মিলাইয়া গেল। কি সুখ—রজনী আসিতেছে কে বলিতে পারে?

"আমার অদৃষ্ট ফল শুভ "মহোল্লাস, ধনাগম সুহৃদ-লাভ।" আর কতদিন সন্দিগ্ধ মনে থাক্‌বো। যা হৌক, সন্ন্যাসীর নিকট মনের এ সন্দিগ্ধ জানাইয়ে শান্তি পাবার চেষ্টা কর্‌বো, আবার পুরাতন কর্ম্মস্রোতে গা ভাসিয়ে দিব। আজই এ দুর্ভাবনার একটা নিবৃত্তির উপায় কর্‌তে হবে।"

এরূপ ভাবিয়া চিন্তিত মনে রাত্রি যাপন করিলেন। ভাবী সহধর্ম্মিণীর প্রেমের মূর্ত্তি মানসপটে ভাসিতে লাগিল।

বন্ধুর ভালবাসা, স্নেহ, দয়ার কথা কেবল হৃদয়কে পাগল করিয়া ফেলিল।

পরদিন প্রত্যূষে সন্ন্যাসী তাহাকে বলিলেন "বৎস! তুমি এক্ষণ এ আশ্রম পরিত্যাগ কর নতুবা তোমার কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত হইবে।"

সুবোধ বাবু এ কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভো! কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত এ কথার মানে কি?"

সন্ন্যাসী তাহার এ প্রশ্ন শুনিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন "এ কথার মানে বুঝলে না? তোমার আকাঙ্খার এখনও নিবৃত্তি হয় নাই, আকাঙ্খা নিবৃত্তি না হ'লে এ ধর্ম্ম গ্রহণে কোন লাভ নাই। অতএব তুমি এখন গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন কর। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ শীঘ্রই হবে।"

সুবোধ বাবু, সন্ন্যাসীর এই উপদেশামৃত শুনিয়া হৃদয়ের ব্যাকুলতার সহিত বলিলেন—"প্রভো! অভীষ্ট সিদ্ধ হবার উপায় কি?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"উপায় কর্ত্তব্য কার্য্য?"

"কিরূপে সে কার্য্য সম্পন্ন করবো?"

"যেরূপ উত্তম, উৎসাহ, চেষ্টা দ্বারা সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে, দেখবে তোমার সব আশা সফল হবে।"

"প্রভো! এখন তা হ'লে আমি কোন্ পথ অবলম্বন করবো?"

"তুমি সম্মুখে যে পাহাড় দেখ্‌তে পাচ্ছ, সে দিকে অগ্রসর হও, তথায় একটী ক্ষুদ্র আশ্রম আছে, সেখানে কিছু সময় বিশ্রাম ক'রে পুনরায় তাহার সম্মুখ রাস্তায় যাবে। এরূপে ক্রমে ক্রমে তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারবে?"

সুবোধ বাবু, সন্ন্যাসীর উপদেশানুসারে তাঁহার বর্ণিত আশ্রম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই মানসপটে ভীতির সঞ্চার হইতে লাগিল। যে পথ অতিক্রম করিতেছেন তাহা বড়ই কর্কশ, বন্ধুর, কণ্টাকীর্ণ ও নানাবিধ হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ। এরূপে ক্রমশঃ বহুদূর অগ্রসর হইয়া এক নিভৃত বৃক্ষের নীচে বসিয়া নানাবিধ কল্পনা মানসপটে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন।

এমন সময় কিছু অনতিদূরে একটী সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া ভয় বিহ্বলচিত্তে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কিছু স্থান অগ্রসর হইলেন। তথা হইতে দেখিতে

পাইলেন দুজন তাপসকুমার স্বয়ং ভগবান মূর্ত্তি স্বরূপ তাঁহার সম্মুখীন হইতেছেন। তখন মনে বড়ই ভীতির সঞ্চার হইল। মুখকমল রক্তিম ছায়ায় ঘেরিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে তাপসদ্বয় তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

'আপনার ভয় নাই, আমাদের সঙ্গে আসুন।"

এই বলিয়া শরণাগত ব্যক্তিকে তাঁহাদের কুটীরে লইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সুশীতল জলসুস্বাদু ফল আনিয়া সুমধুর সম্ভাষণ দ্বারা তাঁহাকে ভোজন করাইলেন।

ঐ শরণাগত অতিথি সেই পানীয় পান করিয়া কিছু শান্তি পাইলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, আজ আমার কি শুভ দিন্। একমাস অতীত হইল মনুষ্যের স্বর শ্রবণ ও মানবাকার দেখি নাই এবং পরেও যে তাহা কখনো দেখ্‌তে পাবো এরূপ আশা ছিল না; কিন্তু আজি এই পরম কারুণিক তাপসকুমারগণের আশ্রয়ে বোধ হচ্চে, যেন আমি পুনরায় জীবলোকে এসেছি।"

'এই তাপসদ্বয় কে? এরূপ রূপ ত কখনো দেখিনি! ইহাদিগকে দেখে আমার মন এরূপ আকুল হচ্চে কেন? ইহারা কি তপস্বীরই সন্তান? না কোনো অনির্ব্বচনীয় কারণ বশতঃ সংসারের প্রতি বিরক্তি হয়ে এরূপ তাপসধর্ম্ম অবলম্বন করেছেন?"

তিনি সুখাসীন হইয়া মনে মনে এরূপ আন্দোলন করিতেছেন এমন সময়ে এক তাপসকুমার তাঁহার প্রতি অনেকক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া প্রত্যাভিজ্ঞাতের ন্যায় বোধ করিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অপর তাপসকুমার সেই শরণাগত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি জন্য এরূপ কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করেছেন? কি জন্য এই ,অপরিণীত বয়সে বৈরাগ্য ভাব অবলম্বন করেছেন?"

সুবোধ বাবু, তাপসকুমারের এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া মনে মনে কিছুক্ষণ ভাবিলেন—"আমি যেরূপে ইহাদের পরিচয় জান্‌বার জন্য উদ্বিগ্ন হ'য়েছি, আমার পরিচয় জান্‌বার জন্য তাঁহারাও সেইরূপ ব্যাকুল হ'য়েছে।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি নিজ পরিচয় বর্ণনা করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে এক তাপস-কুমার সহচরকে সম্বোধন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে কহিলেন—"সখে! আজ উহাকে বড়ই ক্লান্ত দেখ্‌চি, তিনি অদ্য বিশ্রাম করুন। কল্য প্রভাত সময় পরিচয় জান্‌বো।"

প্রথম তাপসকুমারের এই ন্যায় সঙ্গত কথা মতে সকলেই সেই রাত্রি বিশ্রাম করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে সকলে প্রাতোত্থান করিয়া

প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক কুটীরের নিকটবর্ত্তী বট বৃক্ষতলে বসিলেন। সুবোধ বাবু দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যাকুলভাবে কহিলেন—"হতভাগার জীবনকাহিনী বড়ই ক্লেশময়. আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য। উহা শুনে কোনো ফল নাই। আপনারা আমার পরিচয় জান্‌তে চেয়েছেন, তাই সংক্ষেপে বলিতেছি —"সুকৃত পদ্মা নদীর তীরভাগে কল্‌মা নামে এক রমণীয় নগর আছে। মহাকুল প্রসূত অশেষ গুণ-সম্পন্ন গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত জমিদার। আমি তাঁহার একমাত্র পুত্রসন্তান। অতি শৈশবকালেই আমার মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা মহাশয় পুনঃ বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হন। সেই বিমাতার কূট-চক্রান্তে আমি দেশ-ত্যাগ ক'রে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করছি, আমার জীবন-সাথী এক বন্ধু আমার দেশত্যাগে ব্যথিত হ'য়ে তিনিও আমার সহিত এসেছেন। পৃথিবীতে বুঝি, তাঁহার ন্যায় এরূপ বন্ধু কারো নাই; তিনিই যথার্থ বন্ধুত্বের নাম রেখেছেন, বন্ধু বিচ্ছেদে কয়জন সব ত্যাগ ক'রে বন্ধুর জন্য দেশে দেশে ঘুরছে? এরূপ বন্ধুর পরিচয় জগতে দুর্ল্লভ। সেই বন্ধু রত্নকে হারাইয়ে এ বনে এসেছি।"

তাপস কুমার অভ্যাগত ব্যক্তির কথা শুনিয়া বলি-লেন—"আপনার বন্ধু এখন কোথায়?"

সুবোধ বাবু, তখন বন্ধু বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন— "উদয়পুর পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী সেখানকার রাজবাড়ীতে আমরা দু'বন্ধু কয়েকদিন চাকুরী করেছিলুম্, সেস্থানে কিছুদিবস অবস্থানের পর আমরা বড়ই বিপদে পড়লুম্। রাণী যুবতী, তিনি আমাকে কুপথে নিবার জন্যই বড়ই উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন; আমি তাঁহার কথা রাখিনেই বলে আমাদের দুজনকে কারাগারে বন্দী করলেন। কিছুদিন কারাগারে বাস করতে হল। বিধির লীলা কি বল্‌বো। কিছুকাল পরেই রাণীর দোষ বের হ'য়ে পড়লো, তখন রাজা আমাদিগকে ছেড়ে দেন্। সে স্থান হ'তে সেই মুহুর্ত্তেই চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী কাশী-পুর গ্রামে এক জমিদার ভবনে উপস্থিত হ'য়ে যাত্রা গান শুনেছিলুম্। সে দিবস সেস্থানে কোনো এক অপরিচিত যুবতীকে দেখে তাহার জন্য প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে পড়ি। বন্ধু, আমার সেই প্রেম পিপাসা নিবারণ জন্য নানারূপ সদুপদেশ দিলেন কিছুতেই তাহার কোনো প্রতীকার করতে পারলেন না।"

এরূপে কিছুদিবস সেস্থান হ'তে বহু দূরে এসে পড়ি। যতই দিন যায়, ততই প্রেমপিপাসা আরও প্রবল হয়ে

পড়ল্। বন্ধু, তা দেখে সেই যুবতীর অনুসন্ধানে চলে যান। আমি একাকী সেই নির্জ্জন স্থানে কতকদিন রইলুম্। কিন্তু বন্ধুর কোনো সন্ধান না পেয়ে বন্ধু-বিচ্ছেদ, তার উপর প্রেমোন্মাদ হ'য়ে নানাস্থানে ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে এস্থানে এসে পড়েছি। কিন্তু কোথাও তাহাদের সাক্ষাৎ লাভ হলো না বরং তৎপরিবর্ত্তে আরও অসংখ্য কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।"

এরূপে তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন তিনি একেবারে অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন —"হায়! আমি কি মূঢ়! আমি মৃণ্ময় কলসের বালুকা রন্ধ্র-বিধানের জন্য দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খকে চূর্ণ করলুম্! আমি এক্ কামিনীর লাভ আশায় এরূপ মিত্ররত্নকে বিসর্জ্জন দিলুম্। হায়! সেরূপ সম-দুঃখ-সুখ সদৃশ বন্ধু কি আর পাব? আমি এক কামিনীরূপ মৃগতৃষ্ণীকায় মুগ্ধ হ'য়ে আপনি নিজেও মরলুম্—বন্ধুকেও মারলুম্।"

তাঁহার এরূপ আক্ষেপপূর্ণ কথা শুনিয়া তাপসদ্বয়ের নয়ন হইতে বাষ্পবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মানুষের সুখ চলিয়া যায়, কিন্তু সেই সুখের কথা সদাই মনে পড়ে। সেই সুখের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার স্মৃতি গেলেই ত সব আপদ চলিয়া যায়। তা ত্যাগ করতে পারে কয়জন? সেদিন সমস্ত রাত্রি সুবোধ বাবু এই তাপসকুমার দ্বয়ের বিষয় কেবল ভাবিতে লাগিলেন

প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকার্য্য শেষ করিয়া তাপস-দ্বয়ের পরিচয় জানিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাপসদ্বয়ের প্রাতঃ কার্য্যাদি শেষ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার এক এক মূহুর্ত্ত এক এক দিনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

তাপসদ্বয় প্রাতঃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সুবোধবাবু সহ এক বৃক্ষতলে বসিয়া ধর্ম্মালোচনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক তাপসকুমার বলিলেন—"যাহারা মর জগতে থাকিয়া নিজ নিজ কার্য্য দ্বারা সকলকে ধর্ম্মের পথ দেখায়ে দিতেছেন ও পাপ পথের আপাততঃ মধুর পরিণামে বিষসদৃশ বলে দেন, সে সব মহাত্মাই আমাদের আদর্শ। তাই প্রবীণ হিন্দুগণ ব্রাহ্ম মূহুর্ত্তে শয্যাত্যাগের পর একটী শ্লোক পাঠ করতে বলেছেন—

"পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকো চ বৈদিহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥"

সুবোধ বাবু, এক প্রশ্ন করিলেন—"পাপের পথ ও পুণ্যের পথ এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী ফলপ্রদ ও শান্তি-দায়ক ?"

এক তাপসকুমার বলিলেন—'পুণ্যের পথ বন্ধুর ; সুতরাং কষ্টপ্রদ ও পাপের পথ স্বচ্ছল।"

অন্য তাপসকুমার বলিলেন—"একথা ঠিক বটে, তার কোন যুক্তি দেখাতে পার কি ?"

'যুক্তির অভাব কি, দেখ অনেক জমিদার শয়তানের মত প্রজাগণ হ'তে শোণিত সম অর্থ ল'য়ে সৌধখানায় পরিবেষ্টিত হ'য়ে থাকেন; জুড়িগাড়ী, মটরকারের অভাব নাই, অন্ত নাই। কিন্তু যাহারা পুণ্যের পথ অবলম্বন করেন, ভগবানের নাম লয়ে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকেন, তার বাড়ীতে খড়ের ঘর ও পরিধানে মলিন বস্ত্র।"

সুবোধ বাবু বলিলেন—'তা হতে সুখী কে ?"

"যাহার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়েছে, যার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নাই, সে কখনো শক্তি লাভ করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

"আপূর্য্যামাণ মচল প্রতীষ্ঠং
সমুদ্রমাপর প্রবিশন্তি যদ্বৎ॥
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে।
স শান্তিমাপ্নোতিন কামক্ষমী॥"

যেমন চারিদিকের নদ নদীর জলে পরিপূরিত সুগভীর সমুদ্রে বর্ষার জলরাশি প্রবেশ করিলেও সমুদ্র যেমন স্থির থাকে; সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের মনোমধ্যে শব্দাদি বিষয় সকল প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাঁহারা তাহাতে বিচলিত হন না; বরং শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। বিষয় কামী ব্যক্তি কখনো শান্তিলাভ করিতে পারে না।"

এই বলিয়া তাপসকুমার, সুবোধ বাবুকে স্নেহবচনে বলিলেন—"আমি দিব্য নয়নে দেখতে পাচ্চি, আপনি যে কুলবালকে দেখে প্রেমোন্মাদ হয়েছেন, তিনি কোন সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা; তাঁহার নাম সুখলতা। আপনি তাঁহারই অনুরাগে মুগ্ধ হ'য়ে অনেক ক্লেশভোগ ক'রেছেন বটে, কিন্তু আপনার সে অনুরাগ কু-পাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই। তিনিও আপনারি জন্য পিতা, মাতা, বন্ধু ও অসীম ঐশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে সাবিত্রী দময়ন্তীর ন্যায় পতিব্রতা ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। বোধ করি

আমাদের জন্মান্তরীন হৃদয় বন্ধন কোন ভাব ছিল; নচেৎ কিছুক্ষণ দেখিবা মাত্রই উভয়েই কেন এরূপ উন্মাদিত হবেন?"

সুখলতা প্রেমোন্মাদিনী হইয়া পিতা মাতাকে কষ্ট দিয়াছেন, যে তাহার আর ভুল নাই। প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া পতিব্রতা ধর্ম্ম পালন জন্য, তিনি এরূপ করিয়া-ছেন সত্য; কিন্তু অজ্ঞাত-কুলশীল আগন্তুকের প্রতি এরূপ প্রীতির সঞ্চার হওয়া অবশ্যই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে।

সুবোধ বাবু, তাপস কুমারের এরূপ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"আপনাব সহচরীর এরূপ পতিভক্তির কথা শুনে বড়ই সুখবোধ হ'ল। পতিব্রতা রমণীর অসাধ্য কি আছে?"

তাপসকুমার পুনরায় বলিলেন—"আপনার প্রতি তাঁর এরূপ অনিবার্য্য প্রেমভাব দেখে, আপনার অনুসন্ধানে অনেক স্থান বেড়িয়েছি কিন্তু কোথাও কোনো সন্ধান পেলুম্ না।"

"সহচরীকে সংসার পরিত্যাগ করতে পুনঃ পুনঃ অনেক বারণ করেছি। গৃহে থেকেই ঈশ্বরোপাসনা কর্‌বার জন্য নানারূপ অনুরোধ ক'রেছি কিন্তু তিনি তাহা কিছুতেই মানেন নাই।"

তিনি আমার বাল্য সহচরী, উভয়ে উভয়কে ছেড়ে এক মূহুর্ত্ত থাকতে পারতুম্ না। সেজন্য আমিও তাঁহার —পথাবলম্বন করেছি। সে সময় তিনি আমাকে অভয় প্রদানে আশ্বস্ত ক'রে বলেন—"কন্যা চিরদুঃখিনী হ'য়ে থাকা এবং তাহা দেখা পিতা, মাতার কি উচিত?" কাজেই তাঁহারা বিবাহের আয়োজন করবেন্। প্রলোভনে মুগ্ধ না হয় এরূপ মনুষ্য অতি বিরল। অতএব এখানে থেকে পুনঃ পুনঃ প্রলোভন পেয়ে যদি কোনো প্রকারে মনের গতির অন্যথা হয় তা হ'লে ইহকাল, পরকাল উভয়ই নষ্ট হবে।"

"তিনি আরও বলিলেন—"ঈশ্বরোপাসনা ভিন্ন আমার এই দুরাশা পূর্ণ হওয়া কঠিন। তাহা এস্থানে থেকে করতে কোনো রূপেই সমর্থ হব না। অতএব নির্জ্জন স্থানে গিয়ে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হ'ব!"

স্থির—নিশ্চল নিম্নাভিমুখ জলকে প্রতিকূল দিকে প্রবর্ত্তিত করা কাহার সাধ্য? স্থলতা সেরূপ নয় যে, একজনের প্রতি প্রদত্ত হৃদয় পুনর্ব্বার প্রত্যাহরণ ক'রে অপরকে দান করে। সুতরাং তাঁহার পিতা মাতার সমুদয় যত্ন বিফল হইল।

সুবোধ বাবু, তাপস মুখে এই সকল কথা শুনিয়া

মুক্তকণ্ঠে বলিলেন—"সুখ! তোমার নাম শুনেও চরিতার্থ হয়েছি; তুমি আমার নিমিত্ত কিজন্য এরূপ কষ্ট ভোগ কচ্ছ? রত্নকে সকলেই প্রার্থনা করে, কিন্তু রত্ন কখনও গ্রহীতাকে অন্বেষণ করে না। সুখ! তোমার বনবাসিনী ও তপস্বিনীর কথা শুনে, যে আর হৃদয় জ্বালা সহ্য করতে পাচ্ছিনে।"

তাপসকুমার, সেই সুখলতা কোথায় আছে বলে দাও।"

তাপসকুমার তাহার এরূপ অধীরতা দেখিয়া বলিলেন—"প্রিয়সখা! আর তোমার ভাব্‌বার কোনো কারণ নেই। সুখলতার তপঃসিদ্ধি হয়েছে, দেবতা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। তুমি যে কুটীরে অবস্থান করেছিলে ঐ কুটীর তাঁহারি নির্ম্মিত এবং এই যে তাপস-কুমার দেখ্‌তে পাচ্চ, ইনিই তোমার হৃদয়রঞ্জিতা সুখলতা! এবং আমিই তাঁহার সহচরী।"

সুবোধ বাবু একথা শুনিয়া বিস্ময়োদ্‌ভ্রান্ত নয়নে তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টি করিলেন। তথায় সেই প্রণয়ি-যুগলের মধ্যে, যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তখন তাঁহারা কি লৌহ পরিত্যাগ করিয়া সুবর্ণ প্রাপ্ত হইলেন, কি ভূমি

হইতে স্বর্গে আরোহণ করিলেন, কি মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন তাহা তাঁহারই বুঝিতে পারিয়াছেন।

উভয়ে উভয়ের প্রতি নিশ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া রহিলেন। কাহারো মুখ হইতে কিছুমাত্র কথা বাহির হইল না। তাঁহাদের এরূপ ভাব দেখিয়া সহচরী মানকুমারী সাশ্রুনয়নে পরিহাস পূর্ব্বক বলিলেন—"সুখ! ব্যাকুলতার পর এরূপ গাম্ভীর্য্য ভাব কি ভাল দেখায়। যার জন্য বহু কষ্ট স্বীকার করেছ এবং তাঁহাকে না পেলে প্রাণ ত্যাগ করবে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তাঁহাকে সম্মুখে এরূপ কাতর দেখে একবারে মধুর বচনে সান্ত্বনা করা ও কি উচিত হয় না?"

লজ্জা কি প্রিয়তম অপেক্ষা বড় হলো? যা হোক আর এরূপ থাকা তোমাদের উচিত নয়। পরস্পর পরস্পরকে সম্ভাষণ কর, পরস্পরের দুঃখ শুনে পরস্পর কাতর হও এবং পরস্পর পরস্পরের নিকট হৃদয় কপাট খুলে দাও।"

সুখলতা, এখন সহচরীর কথায় আর কি উত্তর দিবেন! পূর্ব্বেই হৃদয়দেবতাকে মনপ্রাণ অর্পণ করেন।

তাঁহার কিছুই নিজের আয়ত্ত ছিল না ; কাজেই লজ্জাবনত মুখে নত হইয়া রহিলেন।

সুবোধ বাবু, একথা শুনিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন—"সম্ভাষণাদির দ্বারা প্রণয় দেখাবার আর প্রয়োজন নাই। উভয়েই উভয়ের হৃদয়গত ভাব বিশেষরূপে অবগত হ'য়েছি ; অতএব সে বিষয়ের জন্য ভাবনা করা মিছে। বর্ত্তমানে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য এবং কি কর্‌লে সকল দিক বজায় থাকে বল।"

সুবোধ বাবুর এ কথার প্রস্তাবে সহচরী মানকুমারী, সুখলতাকে জিজ্ঞাসু নয়নে দেখিলে তিনি বহুক্ষণের পর নম্রবদনে ও লজ্জাজড়িত বচনে কহিলেন—"প্রিয় সখি! গন্ধর্ব্ব বিধানে বর কন্যা স্বয়ং পরিণীত হইলে গুরুজন কর্ত্তৃক, দানের অপেক্ষা করে না যথার্থ বটে কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহাদিগের অনুমোদিত হ'লেই ভাল হয়।"

তখন সহচরী বলিল—"তা হ'লে আমার মতে শীঘ্রই কাশীপুর যাওয়া কর্ত্তব্য। পিতা মাতা আমাদের জন্য অসহ্য শোকাকুল হয়ে রয়েছেন।"

এই প্রস্তাবে সকলের যুক্তি, যুক্ত বলিয়া বোধ হইল। এবং প্রভাত হইলেই কাশীপুর গমন করিবেন! বলিয়া সকলে সমুৎসুক রহিলেন!

দিবা ক্রমে অবসান হইল। দিনমণি বারুণী সেবায় রত হইয়া অবসন্নকর ও রক্তবর্ণ হইলেন এবং ক্রমশঃ তেজোহীন হইয়া অম্বর পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত। তখন সহচরী মানকুমারী পরিহাস করিয়া তাহা-দিগকে কহিল—"তোমাদের উভয়েরই মনোস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, এখন আর ধর্ম্মালোচনায় প্রয়োজন নাই। আমি সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্‌তে যাচ্চি, ক্ষণকালের জন্য বিদায় দাও।"

সুবোধ বাবু, তাহার উত্তরে বলিলেন—"তুমিও যাতে এরূপ চেতনাশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিস্মৃতা হও, তাহারও চেষ্টা করা যাবে।"

এরূপ পরিহাসের পর সকলে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিল। রাত্রিতে শয়ন করিয়া সুখলতা মনে মনে চিন্তা করিলেন—'দেবানুগ্রহে আমার সাধনার ধন পেয়েছি, কিন্তু মানকুমারী আমার সহিত, যে এরূপ কষ্টভোগ কর্‌লে তার ফল কি হলো? যে আমার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, তাকে একলাটী রেখে আমার সুখভোগ করা কি উচিত?"

বন্ধু নিরঞ্জন বাবুর কথা শুন্‌তে পেয়েছি, তাঁর সহিতই মানকুমারীর বিবাহ হবে। এরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুবোধ বাবু, বন্ধুর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তিনি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু পরিপূর্ণ হইল। মনের অস্থিরতা একটু প্রশমিত করিয়া তিনি ভাবিলেন—"আর বন্ধুর সাক্ষাৎ হওয়ার কোনো উপায় নাই। বন্ধুবিচ্ছেদ যন্ত্রণা কিরূপে ভুলবো, যে আশা করি নাই—ভগবান তা পূর্ণ করলেন। আমার এ আশা কি পূর্ণ করবেন না।"

সুবোধ বাবু, নিমিলিত নয়নে এরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে রাত্রি প্রভাত হইল। প্রতিদিনই প্রভাত হইয়া থাকে, কিন্তু সকলের পক্ষে প্রভাত সুপ্রভাত হয় না। যাহারা প্রভাতের মুখ দর্শন করিতে উৎসুক ছিল, তাহারা পরম আনন্দ লাভ করিল। সুবোধ বাবুর নিকট সেই প্রভাত সুপ্রভাত হইয়াও হয় নাই; কারণ বন্ধুর সাক্ষাৎ হইবে, কখন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে, এইরূপ নানা চিন্তাতে সেই রাত্রি তাঁহার নিকট অতি দীর্ঘ, অতি যাতনা দায়ক, অতি মর্ম্মান্তিক ক্লেশকর বলিয়া বোধ

হইয়াছিল। এখন প্রভাতের মুখ দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দলাভ করিলেন।

সুবোধ বাবু, প্রাভাতিক ক্রিয়া কলাপ শেষ করিয়া সুখলতা ও মানকুমারী সহ কাশীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বন্ধুর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বহুদূরের পথ অতিক্রম করিয়া এক নিবীড় অরণ্যের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন কেবল মাত্র সাহসের উপর নির্ভর করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই উহা এড়াইবার কারো সাধ্য নাই; কোনো প্রকারে ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নয়।"

তিনি এরূপ ভয়ে বিস্ময়ে একপ্রকার অভিভূত হইয়া পড়িলেন—"এমন সময় দূর হইতে এক শব্দ শুনিতে পাইলেন "তোমরা এ জনহীন ভীষণ অরণ্যে কে ?

এই অভয়বাণী শুনিয়া তিনি ব্যগ্রভাবে চারিদিক চাহিলেন কিন্তু কোথা ও কিছু দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর তিনি সুখলতা ও মানকুমারীকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন—"তোমরা কোনো ভয় করো না, যে উদ্দেশ্যে আমরা যাচ্ছি তা পূর্ণ কর্‌তে যদি মৃত্যু মুখে পতিত হতে হয় তাও ভাল। তথাপি কর্ত্তব্য কার্য্যে বিমুখ হওয়া উচিত নয়।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই পুনরায় আবার শুনিতে পাইলেন—"আমি তোমার সাহস, প্রতিজ্ঞা এবং দৃঢ় অধ্যাবসায় দেখে পরম পরিতোষ লাভ করেছি।"

এই কথা শুনিবার কিছুক্ষণ পরেই এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিশিষ্ট সন্ন্যাসী সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহারা সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের এই তিন জনের এরূপ বনে বনে ভ্রমণ করিবার কারণ কি?

সুবোধ বাবু, সন্ন্যাসীর এ প্রশ্নে বলিলেন—"আমাদের কাহিনী এক অপূর্ব্ব। প্রভো! আপনার আশ্রম কোথায়? এবং এখান হ'তে কতদূর?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"তোমাকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছি। আমার নাম হৃষীকেশ। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানেই আমার বাস। লোকের বিপদ দূর করা, লোককে সৎপথে আনয়ন করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য। আমি তোমার অসাধারণ বিদ্যা, বুদ্ধি ও কৌশল এবং অধ্যবসায় দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হলুম্।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী তাহার হাতে একটী শুষ্ক ফল প্রদান করিয়া বলিলেন—"এটী গ্রহণ কর, এবং খুব

যত্নের সহিত উহা রাখ্‌বে। ইহা নিকটে থাকৃতে তোমাদিগকে কেহ অনিষ্ট কর্‌তে পারবে না। এবং বিপদ হবার কোনো সম্ভাবনা থাক্‌বেনা। নির্ভয়ে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বো।"

স্নবোধ বাবু, সন্ন্যাসীর এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ভক্তি ভরে প্রণিপাত করিলেন এবং বলিলেন—"প্রভো! শান্তি লাভের কি উপায় আছে?"

সন্ন্যাসী তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—'মনের বলই শান্তি আর দুর্ব্বলই অশান্তি।"

স্নবোধ বাবু, পুনরায় আর একটী সন্দেহ ভঞ্জন জন্য কাতর বচনে বলিলেন 'প্রভো! যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার প্রতি কিরূপে অনাসক্ত হ'তে পারে।"

সঁন্ন্যাসী একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—'অনাসক্ত চিত্তই প্রেমের আসন। যাহাকে ভালবাস্‌বে তাহার কাছে কিছু প্রার্থনীয় বস্তু থাক্‌লেই তাহাকে আসক্ত বলে। ভালবাসিয়াই সুখী হই, কিছু চাহিনা এরূপ যাহার চিত্তের ভাব, সেই অনাসক্ত বা নিষ্কাম।"

'যে ভালবাসে, সত্যই সে ত কিছু চাহে না, সে কিন্তু পাবার আশায় ভালবাসে না। কিন্তু প্রেম যে নিত্যসিদ্ধ বল্‌বেন কিরূপে?"

'প্রেম আপনি চিত্তে উদয় হয়, যাহার প্রেম উদয় হ'য়েছে তিনিই মহা ভাগ্যবান্। ভালবাসার ন্যায় আনন্দ বোধ করার ন্যায় সংসারে আর কিছুই নাই; মানুষ ভালবাসাই যে সুখ তা বুঝে না। ভালবাসার পাত্রকে দেখে তাহার ভালবাসা পাবার জন্য ব্যকুল হয়; তাই তাব এত দুঃখ যন্ত্রণা। ভালবাসাই সুখ; ভাল-বাসিয়াই যে সুখী হওয়া যায় সে কথা জানে না। নতুবা ক্লেশ পাবে কেন? এ কথা যদি বুঝতে না পার তজ্জন্য নিরাশ হয়ো না, পুনঃ একথা ভাবিয়া দেখ এবং বুঝিবার চেষ্টা কর।"

সন্ন্যাসীর এই উপদেশামৃত তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিল। সুখলতা কিছুক্ষণ স্থির চিত্তে ভাবিলেন। তাঁহার মুখ কমল প্রফুল্ল হইল। ঈষৎ হাসিলেন। তৎপর সন্ন্যাসীর চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন—'আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে ধন্য হলুম্, আমার ভ্রম অনেক দূর হল।"

তাঁহার কথায় সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—'বৎসে! সকলি সময় সাপেক্ষ। ভবিষ্যৎ তোমার আরও মঙ্গল হবে। এখন আমি চল্লুম্। তোমরা উন্নত শৌধ শিখরের নিকটবর্ত্তী তাপস কুটীরে আমার জন্য প্রতীক্ষা করিও। আমিও শীঘ্র তথায় মিলিব।'

এই বলিয়া সন্ন্যাসী দ্রুতপদে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ হইলেন। তাহারা এই নির্জ্জন বনে এরূপ সন্ন্যাসীর অভয়বাণী শ্রবণে বড়ই আনন্দ বোধ করিলেন। এবং সকলেই নির্ভয় চিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন।

কেবল উপদেশে যদি সকলেই দুশ্চিন্তা, ঘোরতর মনোবেগ দূর করিতে পারিত, তাহা হইলে এরূপ অশান্তি প্রাদুর্ভাব কেন? কত শত সহস্র দুর্ভাগা দুর্ভাগিনী এমনি করিয়া অকুল পাথারে ঝাঁপ দিবে কেন?"

যিনি উপদেশের সার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন তাঁহারাই উহা দ্বারা হৃদয়ের মনোমালিন্য দূরীভূত করিতে পারিবেন। কিন্তু সকলের পক্ষে উহা কষ্টকর ও দুঃসাধ্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এ সব ঘটনার প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীতে নিরঞ্জন বাবু, বন্ধু ভাবী !পত্নীর সংবাদ লইয়া বন্ধুর সন্ধানে যাইবেন কৃত সংকল্প করিলেন। এই দীর্ঘকাল নিরঞ্জন বাবু বন্ধুহীন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুর প্রতি ভালবাসাই বল, আর বিচ্ছেদই বল, ক্রমে সবই এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে অর্থাৎ ভালবাসার পরিবর্ত্তে বিচ্ছেদ ভাবই তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়াছে।

যে স্থানে বন্ধুকে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন; সে স্থানে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বুঝিতে পারিলেন তিনি নিশ্চয়ই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন! এই ভাবিয়া তিনিও সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন।

বহুকষ্টে বহুস্থান পরিভ্রমণের পর এক তাপস কুটীরে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং সেই স্থানে কিছু দিবস ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই তপোবনে পরম ধার্ম্মিক এক বৃদ্ধ বয়স্ক সন্ন্যাসী বাস করেন। তিনি নিরঞ্জন বাবুর পরিচয় জন্য অনুরোধ করিলেন।

নিরঞ্জন বাবু, বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন—“আমার বন্ধু নিরুদ্দেশ তিনি এক যুবতীকে দেখে তাহারি জন্য উন্মাদ হয়ে কোথায় চলে গিয়েছেন। আমি তাঁহারই অনুসন্ধান জন্য নানাস্থানে ভ্রমণ কচ্চি। তাঁহার ভাবী পত্নীরও অনুসন্ধান পেয়েছি তিনি ও গৃহত্যাগী হয়েছেন।”

নিরঞ্জন বাবুর একথা শুনিয়া সন্যাসী গম্ভীরস্বরে বলিলেন—“তুমি বন্ধুত্বের একটী উচ্চ আদর্শ। তোমার এরূপ অকপট বন্ধুত্ব দেখে বড়ই সুখী হয়েছি। বৎস! তোমার অধ্যবসায়ের ফল নিশ্চয় ফলবে; কোনো চিন্তা করোনা কিছুকাল এস্থানে অবস্থান কর।”

নিরঞ্জন বাবু, সন্ন্যাসীর এই উপদেশ লহরী শুনিয়া বহুক্ষণ অধোবদনে চুপ করিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন—“বৎস! সকলই ভগবানের ইচ্ছা এবং কার্য্য। সেজন্য অনুতাপ করোনা, দিবারাত্রি দয়াময় হরিকে কায়োমন চিত্তে ডাকো; তিনি সকল কামনা পূর্ণ করবেন।’

নিরঞ্জন বাবু আধ আধ স্বরে বলিলেন—“মনুষ্য জীবনে অনেক কর্ত্তব্য আছে, আমরা সে সকল যথা নিয়মে পালন

ক'রে উঠতে পারি নাই এবং সেরূপ কর্‌বারও ক্ষমতা নাই, বিশেষ এরূপ কর্ত্তব্য বোধ নিলে ভাবরাজ্যে প্রবেশ অনিবার্য্য; ভাবরাজ্যে প্রবেশ ব্যতীত প্রাণের আকাঙ্খা কিছুতেই মিট্‌বার নয়। তবে এখন তার উপায় কি?

সন্ন্যাসী অমনি এক উচ্চহাস্য হাসিয়া বলিলেন—জীবের যদি এ জ্ঞান বা বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, আমি ভগবানের আশ্রিত দাস তা হ'লে আর তাদের মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য খুঁজে বেড়াবার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি বিবাহ ক'রে গৃহী হয়ে থাক, ভগবৎকর্তৃত্বাধীনে ভগবৎ উদ্দেশ্যে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করবে।'

'ভগবৎ উদ্দেশ্য কিরূপে জান্‌তে পারা যায়?'

'সাধু, শাস্ত্র, গুরু তাঁহারা যেরূপ ভাবে চল্‌তে বলেন, ভগবৎ বাক্যবোধে সেরূপ চল্‌বে।'

'এ কথার প্রকৃতভাব বুঝে উঠা কঠিন?'

"কঠিন কিছুই নয়, তুমি সংসারে কাজ করতে এসেছ কাজ করে যাবে, কার্য্যের ফলাফলতায় সুখ লাভ করা কিম্বা বিফলতায় অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়; কারণ তাহাতে কোনো লাভালাভ নাই। তুমি ব্যবসা করিতেছ? এ ব্যবসা তোমার নয় যাঁহার ব্যবসা তিনিই লাভ লোকসান বুঝবেন, তোমার তা ল'য়ে ব্যাকুল

হবার প্রয়োজন নাই। তুমি তোমার কাজ ক'রে যাও।

'যদি তাই হয়, তা হ'লে আমাদের এরূপ তুঃখ ব্যথা হয় কেন?

''আত্ম বিস্মৃতিই তাহার কারণ।'

''তা হ'লে তুঃখ দূর হবার উপায়?

'আমরা ভগবানের দাস—তাঁহার আজ্ঞাবহ চাকর মাত্র—এই বোধ হ'লে আর তাহার তুঃখের কারণ নাই।'

'এ জ্ঞান লাভের সহজ উপায় কি?'

'মহৎ কৃপা মাত্র ভরসা। তাঁহার মহৎ কৃপাবলেই তাঁহার মহিমা জান্‌তে পারা যায়।'

নিরঞ্জন বাবু বলিলেন—'প্রভো! আপনার এ সব জটিল কথা সহজে বুঝ্‌বার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমাকে সোজা স্থজি বুঝিয়ে দিন্, ঈশ্বরকে ভজনা করবার সহজ উপায় কি?'

সন্ন্যাসী তাহার কথায় মৃতু হাসিয়া বলিলেন—'সে ভাব তোমার নিজের কাছে; মন একাগ্রভাবে থাকলেই সহজে ভজনা করা যায়।'

'যাঁহার তুঃখ নাই—যাঁহার ধন জন তুই আছে—সে কেন ঈশ্বর ভজনা করতে চাহে।'

'আচ্ছা বল দেখি, এমন কি কাকেও কখনো দেখ নাই, যার পুত্র কন্যা আছে, অর্থ আছে, সে শোক, দুঃখ কেমন জানে না। তবু সে সুখের জন্য লালায়িত, তবু তাহার প্রাণের ভিতর হাহাকার।'

নিরঞ্জন বাবু সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া বলিলেন 'হাঁ, তাহারা তবুও একটু সুখ চায় বটে! অর্থ, স্বাস্থ্য থাকা স্বত্বেও সময়ে সময়ে প্রাণের ভিতর যেন একটা দারুণ অভাব বলে বোধ হয়, কিছুই ভাল লাগে না, কি করলে হৃদয়ে শান্তি পাওয়া যায়, প্রাণ জুড়ায় তাহার উপায় খুঁজতে চেষ্টা করে। সে জন্যই কি মানুষ ঈশ্বরকে চায়?'

"হাঁ! সে অভাব, সে অশান্তি তিনি ব্যতীত আর কেহ দূর করিতে পারেন না।"

"বুঝলুম্, তবে এখন আমাকে বলে দিন্, তাঁকে কি ক'রে ডাকৃতে হয়।"

"সে কথা পরে বল্‌বো। শ্রীভগবান ভজনের আবশ্যকতা এখন মোটামুটি বুঝ্‌লে ত?

"আপনার কৃপাবলে কিছু বুঝেতেছি। গৃহে থেকে ভগবদারাধনা ভাল, না সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য অবলম্বন করে সাধন ভজন ভাল?"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"তোমার এ প্রশ্ন মন্দ নয়; গাছ

ভাল না ফল ভাল? গাছ না হ'লে ত ফলের সম্ভাবনা নেই! গৃহে ধর্ম্ম-যাজন না করলে বৈরাগ্য আসবে কোথা হ'তে। বৈরাগ্য বিষয়ানুরাগ শূন্যতা বা নিস্পৃহতা ভোগ না করলে ভোগের স্পৃহা ত্যাগ হবে কিসে? বাসনা থাকতে সন্ন্যাস গ্রহণে কোন ফল হয় না। গৃহে বসে অনাশক্ত ভাবে ঈশ্বরকে ভজনা করতে হয়—তা ব'লে জোর ক'রে বিষয় ত্যাগ করতে হয় না। ফল পাকলে আপনা হ'তেই পড়বে।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্য রাত্রি ঘোর অন্ধকারময়, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চিহ্ন দীপ্ত সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করিতেছে ; সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে এক তাপসকুটীর বিরাজিত। দূর হইতে তাহা নিকুঞ্জবন বলিয়া বোধ হয়।

সেই তাপসকুটীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—"এক সন্ন্যাসী ধ্যানে মগ্ন, তাহার অনতিদূরে অন্য একটী ছোট কুটীরে সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি ভূষিত, ও বিভূতিপূর্ণ, পরিধানে গৈরিক বসন। ইষ্টসিদ্ধ লাভে সাধনায় আসীন।

এসব দেখিয়া তাহারা কতকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁহার ধ্যান সম্পূর্ণান্তে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন— "বৎসগণ ! তোমরা এসেছ ! তোমাদের সকলকেই দেখতে পাচ্ছি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ ? কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, তৎপর কিছু ফল, মূল আহার ক'রে শান্তি দূর কর।"

আগন্তুকগণ সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলেন ও বলিলেন—"আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা ভালই আছি। আমাদের বিশেষ কোনো কষ্ট হয় নাই।"

এমন সময়ে সন্ন্যাসী বেশধারী অন্য একজন যুবক ঐ

ক্ষুদ্র কুটীর হইতে বাহির হইয়া আগন্তুক ব্যক্তি তিনজনকে .দেখিতে পাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, শিষ্যগণকে লইয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহুক্ষণ আলাপের পর সুবোধ বাবু বন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া আনন্দের সহিত বলিলেন—"তুমি আমার বন্ধু নিরঞ্জন ?"

তিনি এই বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। বন্ধু নিরঞ্জন, আবাল্য পরিচিত কণ্ঠস্বর উন্মুখ করিলেন। আনুযাত্রিকগণ দেখিয়া তত্ত্ব পরিজ্ঞানাভাবে বিস্ময়াপন্ন হইল।

সুবোধ বাবু কিছুক্ষণ পরে আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া প্রিয় সুহৃদের নিকট সকল বিষয় বর্ণনা করিলেন।

নিরঞ্জন বাবু, বন্ধুর এ সমুদয় কথা শুনিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন—"বন্ধু ! তা হ'লে ত তোমার এই আনন্দের সময়। কষ্টকর কার্য্যের সুফল প্রাপ্ত হইলে বেশ আনন্দদায়ক বলে বোধ হয়। তখন আর উহা ক্লেশ বলে বোধ হয় না।"

"তোমার হৃদয়হারিণী তোমারি জন্য উন্মত্তা হ'য়ে গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হয়েছেন শুন্‌তে পেয়ে প্রথমতঃ তাঁহারি উদ্দেশ্যে বাহির হই এবং তোমাকে এ কথা বল্‌বো ব'লে তোমার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে যেয়ে দেখি ; তুমি সে স্থানে নাই। তখন আমি কি যে উপায় কর্‌বো, তা ভেবে স্থির

কর্‌তে না পেরে তোমাদের দু'জনের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে ভ্রমণ করি। এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে এখানে অবস্থান কচ্চি। তোমাদের অনুসন্ধান না পাওয়াই আমার সন্ন্যাসধর্ম্মের কারণ। ভগবান, যে আমার এ আশা পূর্ণ এত শীঘ্রই কর্‌বেন কখনো ভাবি নাই।"

সুবোধবাবু, বন্ধুকে মিষ্ট সম্ভাষণে বলিলেন—"নিরঞ্জন! আমার ন্যায় তুমি মিলিত না হ'লে আমার এই মিলনে কোনো সুখ নাই। তুমি আমার জন্য সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে কত কষ্ট স্বীকার করেছ, বন্ধুর প্রতিদান কিরূপে দিতে হয় সকলকে দেখায়েছ,—এ হেন বন্ধুর সংসর্গ কি সকলের ভাগ্যে ঘটে! তাই বল্‌ছি, আমি বিয়ে ক'রে সংসার কর্‌বো; তাহা কখনো হবে না—আমার ইচ্ছে, তুমিও আমার ন্যায় পত্নীলাভ ক'রে সংসারে পদার্পণ কর।"

নিরঞ্জন বাবু, বন্ধুর এরূপ সৌহার্দ্দ ভাব দেখিয়া বলিলেন—"সুবোধ! পূর্ব্বে তোমাদেব মিলন দেখে এই কঠোর সাধনার ফললাভ করি, পরে আমার মিলন দেখ্‌বে।

সুবোধ বাবু, বন্ধুর এরূপ কথা শুনিয়া অতি সরলভাবে বলিলেন,—"ঐ যে তেজস্পুঞ্জ দ্বিতীয় তাপসকুমারীকে দেখ্‌তে পাচ্চ, ইনিই সুখলতার প্রিয়সখী 'মানকুমারী'। উাহার ন্যায় সুশীলা, বুদ্ধিমতী রমণী অতি বিরল। অতএব আমার

একান্ত অনুরোধ, উহার পাণিগ্রহণ ক’রে আমাদের পরস্পরের সৌহার্দ্দভাবকে চিরকালের জন্য বন্ধন কর।”

সুবোধবাবুর এই কথা শেষ হইবামাত্র নিরঞ্জনবাবু সহাস্য বদনে সুখলতাকে বলিলেন—“সখে! এখন আর তপস্বীবেশের প্রয়োজন কি?”

এই বলিয়া তাঁহার তপস্বীবেশ ত্যাগ করাইয়া বহুমূল্য আভরণে উত্তমরূপে সুসজ্জিত করিয়া দিলেন।

সুবোধবাবুও ঐ সময়, সহচরী মানকুমারীকেও ঐ বেশ পরিত্যাগ করিয়া,ঐরূপ পোষাকে সাজাইয়া দিয়া বলিলেন—

পতি-পদ পূজা বিনা, আর কিছু জানে না সতী॥
পতির গলায় দিয়ে ফুলের মালা;
সীমন্তে আজ ঢাল্‌বে সিঁন্দুর।
কি আনন্দ সুখলতার, হবে সব যন্ত্রণা দূর,
পতিই মাত্র সতীর গতি॥

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, তাহাদের এই অপূর্ব্ব মিলনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—“বৎসগণ! তোমাদের কঠোর ব্রত-সাধন হয়েছে। সাধ্বী সতিগণ! আজ হ’তে তোমাদের ন্যায় সতীবালা যেন হিন্দু সংসারে প্রতি গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

সম্পূর্ণ।